পঞ্চদশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেন। সনাতন-ধর্ম-বর্মা প্রভু কোন ছাত্রের কপালে তিলক না দেখিলে তাহাকে এরূপ লজ্জা দিতেন যে, দ্বিতীয়বার আর তিনি তিলকধারণ না করিয়া পড়িতে আসিতেন না। প্রভু বলিতেন,---যে বিপ্রের কপালে তিলক নাই, তাঁহার কপাল শ্মশান-সদৃশ; ---ইহাই শাস্ত্রের মত। প্রভু ছাত্রগণকে কোনদিন তিলকহীন দেখিলে বলিতেন যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেইদিন সন্ধ্যা করেন নাই। এই বলিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য ছাত্রগণকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। ছাত্রগণ তিলকচিহ্ন ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে তবে প্রভুর নিকট অধ্যয়নে অধিকার পাইতেন।

নিমাই পণ্ডিত সকলের সহিতই নানারূপ হাস্য-পরিহাস করিতেন, বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসিগণের শব্দের উচ্চারণ লইয়া বেশ একটু রঙ্গ-রস করিতেন। কেবলমাত্র পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রভু কোন প্রকার হাস্য পরিহাস করিতেন না,---স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি পথের অন্যপার্শ্বে অবস্থান বা গমন করিতেন। কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় এই গৌরাবতারে সম্ভোগময়ী লীলা প্রদর্শিত হয় নাই। এই জন্য গৌরকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাজনবর্গ ও তাঁহাদের প্রকৃত অনুগগণ কোনদিনই গৌরসুন্দরকে সম্ভোগ-রস-বিগ্রহ কৃষ্ণের ন্যায় 'নদীয়া-নাগর' বলিয়া অভিহিত করেন না। প্রভুর নিকট বর্ষকাল-মাত্র অধ্যয়ন করিয়াই ছাত্রগণ সিদ্ধান্তনিপুণ হইতেন।

এদিকে শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া কাশীনাথ পণ্ডিতের দ্বারা নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের পরম-বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা কন্যার সহিত নিমাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করাইলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁন-নামে এক সুবদ্ধিমান্ ধনাঢ্য প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন। শুভলগ্নে, শুভদিনে মহা-সমারোহের সহিত অধিবাস-উৎসব সম্পন্ন হইল। দোলায় চড়িয়া প্রভু গো-ধূলি-লগ্নে রাজপণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। যাবতীয় বেদাচার ও লোকাচার এবং পরম-সমারোহের সহিত দম্পতিযুগল লক্ষ্মী-নারায়ণ-স্বরূপ বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরের বিবাহ-লীলা সম্পাদিত হইল। বিষ্ণুপ্রীতি কামনা করিয়া সনাতন মিশ্র প্রভুর হস্তে স্বীয় প্রাণাধিকা দুহিতাকে সমর্পণ করিলেন এবং জামাতাকে বহুবিধ যৌতুক প্রদান করিলেন। পরদিবস অপরাহ্নে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত দোলায় আরোহণ করিয়া প্রভু পুষ্পবৃষ্টি ও গীত-বাদ্য-নৃত্যাদির মধ্যে স্বগৃহে শুভ-বিজয় করিলেন। গৃহে আসিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ অধিষ্ঠিত হইলে ভুবন ব্যাপিয়া জয়ধ্বনি উঠিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের নিত্যবিবাহ-লীলার কথা শ্রবণ করিলে জীবের প্রাকৃত-জগতে ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধযুক্ত পুরুষ-প্রকৃতির দাম্পত্যস্পৃহা বিদূরিত হয় এবং নারায়ণকেই সর্বজগতের একমাত্র ভোক্তা বলিয়া সুবুদ্ধির উদয় হয়। প্রভু বুদ্ধিমন্ত খাঁনকে আলিঙ্গন-দ্বারা কৃপা করিলে বুদ্ধিমন্তের হৃদয়ে আনন্দের সীমা রহিল না। (গৌঃ ভাঃ)

স্বীয়হৃদয়ে অভীষ্টদেবযুগলের পাদপদ্মোদয়-প্রার্থনা—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব।।১।।

গৌরকথা-শ্রবণে ভক্তির উদয়—

গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয়-জয়!
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়।।২।।

প্রভুর গূঢ় বিদ্যাবিলাস-লীলা—

হেনমতে মহাপ্রভু বিদ্যার আবেশে।
আছে গূঢ়রূপে, কারে না করে প্রকাশে।।৩।।

শচীমাতাকে প্রণামান্তে প্রভুর অধ্যাপন-লীলা—

সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রভু করি' উষঃকালে।
নমস্করি' জননীরে পড়াইতে চলে।।৪।।

নিত্যদাস মুকুন্দ-সঞ্জয়ের পরিচয়—

অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ-সঞ্জয়।
পুরুষোত্তমদাস হয় যাঁহার তনয়।।৫।।

প্রত্যহ প্রভুর মুকুন্দ-সঞ্জয়গৃহে অধ্যাপনার্থ গমন—

প্রতিদিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়।।৬।।

মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রভুর অধ্যাপনা ও শিষ্যগণের অধ্যয়ন—

চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে।।৭।।

ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-শূন্য ব্যক্তির ললাট দর্শনে প্রভুর ভর্ৎসনা—

ইতোমধ্যে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে।।৮।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

দান দেহ',---কৃপা-প্রসাদ বা অনুগ্রহ বিতরণ করা।।১।।

সন্ধ্যা-বন্দন,---হঃ ভঃ বিঃ ৩য় বিঃ ১৪০-১৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যা দ্বিবিধা---বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। তন্মধ্যে বৈদিকী সন্ধ্যার বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে,---"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" ইত্যাচমনম্। ততঃ বিধিবৎ তিলকং কৃত্বা পুনশ্চাচম্য বৈষ্ণবঃ। বিধিনা বৈদিকীং সন্ধ্যামথোপাসীত তান্ত্রিকীম্।।' (কৌর্মে ব্যাসগীতায়াম্)---'প্রাক্কুলেষু ততঃ স্থিত্বা দর্ভেষু সুসমাহিতঃ। প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ।।' (ভার্গবীয়ে মনৌ)---'ধ্যাত্বার্কমণ্ডলগতাং সাবিত্রীং তাং জপেদ্বুধঃ। প্রাঙ্মুখঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ।।' কিঞ্চ, 'সাবিত্রীং বৈ জপেদ্বিদ্বান্ প্রাঙ্মুখঃ প্রযতঃ স্থিতঃ।' সন্ধ্যা-মন্ত্র যথা---"ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ওঁ দ্রুপাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠাময়ো ভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম যে যস্যা ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ-তপসোঽধ্যজায়তঃ। ততো রাত্র্যজায়ত। ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী সূর্য-চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।"

অকরণে প্রত্যবায়---'সন্ধ্যাহীনোঽশুচিনিত্যমনর্হঃ সর্বকর্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ।। যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্মকার্যে দ্বিজোত্তমঃ। বিহায় সন্ধ্যা-প্রণতিং স যাতি নরকাযুতম্।।'

তান্ত্রিকী সন্ধ্যার বিষয় লিখিত হইতেছে,---'ততঃ সংপূজ্য সলিলে নিজাং শ্রীমন্ত্রদেবতাম্। তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈবাবরণানি চ।।' (বৌধায়ন-স্মৃতৌ)---'হবিষাগ্নৌ জলে পুষ্পৈর্ধ্যানেন হৃদয়ে হরিম্। অর্চন্তি সূরয়ো নিত্যং জপেন রবিমণ্ডলে।। (পাদ্মে ব্যাসাম্বরীষ-সংবাদ)---'সূর্যে চাভ্যর্হণং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ।'

তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বিধি---'মূলমন্ত্রমথোচ্চার্য ধ্যায়ন্ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে। শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামীতি ত্রিঃ সম্যক তর্পয়েৎ কৃতী।। ধ্যানোদ্দিষ্টস্বরূপায় সূর্যমণ্ডলবর্তিনে। কৃষ্ণায় কামগায়ত্র্যা দদ্যাদর্ঘ্যমনন্তরম্।। অথার্কমণ্ডলে কৃষ্ণং ধ্যাত্বৈতাং দশধা জপেৎ। ক্ষমস্বেতি তমুদ্বাস্য দদ্যাদর্ঘ্যং বিবস্বতে।।'৪।।

বর্ণাশ্রমধর্ম-পালক প্রভু—

ধর্ম-সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব-ধর্ম।
লোক-রক্ষা লাগি' প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম।।৯।।

প্রভুর তিরস্কার ফলে প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিকাদি-কৃত্য ও ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণপূর্বক শিষ্যের আগমন—

হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি' বিনে।।১০।।

শিষ্যের ঊর্ধ্বপুণ্ড্রহীন ললাট দর্শনে প্রভুর তিরস্কার—

প্রভু বলে,—"কেনে ভাই, কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার?১১।।

বেদানুগ স্মৃতিশাস্ত্রে ঊর্ধ্বপুণ্ড্রহীন ললাটের নিন্দা—

'তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপাল শশ্মান-সদৃশ'—বেদে বলে।।১২।।

চণ্ডী-গৃহ,—মুকুন্দ-সঞ্জয়ের ভবনে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল বলিয়া তাঁহাকে চণ্ডী-পূজক বলিয়া মনে করিতে হইবে না।।৭।।

তিলক,—বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তির নাভির ঊর্ধ্বদেশে ললাট, উদর, বক্ষ, কণ্ঠকূপ, দক্ষিণ-পার্শ্ব (কুক্ষি), দক্ষিণ-বাহু, দক্ষিণ-কন্ধর, বাম-পার্শ্ব (কুক্ষি), বাম-বাহু, বাম-কন্ধর, পৃষ্ঠ ও কটি,—শরীরের এই দ্বাদশ-স্থানে 'হরিমন্দির' অঙ্কন বা ঊর্ধ্বপুণ্ড্র-রচনাকেই 'তিলক-ধারণ' বলা হয়। এই দ্বাদশ-স্থানের অন্যতম 'কপাল'। নারদপুরাণ বলেন—"যে বা ললাট-ফলকে লসদূর্ধ্বপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি" বিষ্ণুভক্তগণ সকলেই ঊর্ধ্বপুণ্ড্র বা তিলক ধারণ করেন, আর বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী শৈবগণ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন। যে লব্ধদীক্ষ দ্বিজ তিলকধারণ করেন না, তাঁহাকে রাজা গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে বিপরীত দিকে চড়াইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন,—ইহাই শাস্ত্রবিধি। অতএব বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেরই সর্বদা তিলকধারণ অবশ্য কর্তব্য। এই জন্যই জগদ্গুরু লোকশিক্ষক প্রভুর বাল্য-লীলাবধি লোকশাসনমূলে এই প্রকার উপদেশ। ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিতে হইলে বিষ্ণু-দীক্ষার আনুষঙ্গিক পাঁচটী সংস্কার নিশ্চয়ই গ্রহণ কর্তব্য। সাধারণতঃ দ্বিজাতি দশপ্রকার সংস্কার গ্রহণ করিয়া থাকেন। অধ্বর্যগণ পঞ্চদশ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া 'বৈষ্ণব' হন। ব্রাহ্মণ যেরূপ পবিত্র যজ্ঞসূত্র সংরক্ষণ করিতে বাধ্য, বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত বৈষ্ণবও তদ্রূপ নিশ্চয়ই শিখা, সূত্র, তিলক ও মালিকা ধারণ করিতে বাধ্য।।৮।।

তিলকধারণ—হঃ ভঃ বিঃ ৪র্থ বিঃ ৬৬-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'ততো দ্বাদশভিঃ কুর্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ। দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্ধ্বপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ।।' দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ তিলকধারণ-বিধি—(পাদ্মোত্তরখণ্ডে) 'ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণ-মথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কুণ্ঠকূপকে।। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে।। শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।। তৎপ্রক্ষালণতোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্ধনি।। ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্। ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে।।' (পাদ্মে ভগবদুক্তৌ)—'মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্ধ্ব পুণ্ড্রং ভয়াপহম্।'

অকরণে প্রত্যবায়,—(তত্রৈব নারদোক্তৌ)—'যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণম্। ব্যর্থং ভবতি তৎসর্বমূর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।। যচ্ছরীরং মনুষ্যাণামূর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্। দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্মশানসদৃশং ভবেৎ।।" (আদিত্যপুরাণে)—'শঙ্খচক্রোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্। গর্দভন্তু সমারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ।।' (পাদ্মোত্তরখণ্ডে)—'ঊর্ধ্বপুণ্ড্রবিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম করোতি যঃ। ইষ্টাপূর্তাদিকং সর্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়।। ঊর্ধ্বপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্মাদিকং চরেৎ। তৎ সর্বং রাক্ষসং নিত্য নরকঞ্চাধিগচ্ছতি।।

ত্রিপুণ্ড্র বা তির্যক্পুণ্ড্রধারণের নিষিদ্ধতা—(পাদ্মোত্তরখণ্ডে) ঊর্ধ্বপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ। ভঙ্ক্ত্বা বিষ্ণুগ্রহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবম্।' (স্কান্দে)—তির্যক পুণ্ড্রং ন কুর্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চ। নৈবান্যন্নাম চ ব্রূয়াৎ পুমান্নারায়ণাদৃতে।। বৈষ্ণবং কারয়েৎ পুণ্ড্রং গোপীচন্দনসম্ভবম্।।' (অন্যত্র—) 'বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্ধ্বপুণ্ড্রং বিধীয়তে। অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।। ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে। তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ।। ঊর্ধ্বপুণ্ড্রে ন কুর্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকম্। কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ।।' (স্কান্দে কার্তিকপ্রসঙ্গে—) 'যস্যোর্ধ্বপুণ্ড্রং দৃশ্যেত ললাটে ন নরস্য হি। তদ্দর্শনং ন কর্তব্যং দৃষ্ট্বা সূর্যং নিরীক্ষয়েৎ।। ঊর্ধ্বপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীরূর্ধ্বপুণ্ড্রে স্থিতো হরিঃ।।' (পাদ্মোত্তরে—) 'অশ্বত্থপত্রসঙ্কাশো বেণুপত্রাকৃতিস্তথা। পদ্মকুট্মসঙ্কাশো মোহনং ত্রিতয়ং স্মৃতম্।।'

উর্ধ্বপুণ্ড্রহীন ললাট-দর্শনে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাদি নিত্যকৃত্যের ব্যর্থতা-বর্ণন—

বুঝিলাঙ,—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি, ভাই! তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা।।১৩।।

শিষ্যকে সন্ধ্যাহ্নিকাদি-সমাপনান্তে অধ্যয়নার্থ আসিতে উপদেশ—

চল, সন্ধ্যা কর, গিয়া গৃহে পুনর্বার।
সন্ধ্যা করি' তবে সে আসিহ পড়িবার।।''১৪।।

প্রভুর ছাত্রগণের স্বধর্ম পরায়ণতা—

এইমত প্রভুর যতেক আছে শিষ্যগণ।
সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম-পরায়ণ।।১৫।।

নিমাই পণ্ডিত কর্তৃক সকলের দোষোদ্ঘাটন—

এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি,—যারে না চালেন নানারূপে।।১৬।।

গৌর (নদীয়া)-নাগরীবাদ-নিরসন; জগদ্গুরুরূপে গৌর-নারায়ণের লোকশিক্ষা—

সবে পর-স্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি' দূরে প্রভু হয়েন একপাশ।।১৭।।

শ্রীহট্টবাসীর বাক্যোচ্চারণ-রীতির অনুকরণ—

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি' শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া।।১৮।।

শ্রীহট্টবাসিগণের প্রত্যুক্তি—

ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে,—''অয় অয়।
তুমি কোন্-দেশী, তাহা কহ ত' নিশ্চয়?১৯।।

প্রভুকে শ্রীহট্টবাসীর অধস্তন-জ্ঞান—

পিতা-মাতা-আদি করি' যতেক তোমার।
কহ দেখি,—শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কা'র?২০।।
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে গোল কর,—কোন্ যুক্তি ইথে হয়?''২১।।

শ্রীহট্টবাসিগণের আত্মসমর্থন সত্ত্বেও প্রভুর বিদ্রূপোক্তি—

যত যত বলে, প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানামতে কদর্থেন সে-দেশী-বচনে।।২২।।

বিদ্রূপোক্তি দ্বারা প্রভুর শ্রীহট্টবাসিগণের ক্রোধোৎপাদন—

তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর।।২৩।।

তিলকধারণমাহাত্ম্য—'উর্ধ্বপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু বিশালে সুমনোহরে। লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দনঃ।। তস্মাদ্যস্য শরীরে তু উর্ধ্বপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ। তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং স্মৃতম্।। (ব্রহ্মাণ্ডে—) 'অশুচির্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্। শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূর্ধ্বপুণ্ড্রাঙ্কিতো নরঃ।। বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি বিদধ্যাতুৎ প্রযত্নতঃ। এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশে?।।'

তিলকরচনে বিধি ও অবিধি—(পাদ্মোত্তর খণ্ডে)—'একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ। সান্তরালং প্রকুর্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি।। আরভ্য নাসিকা-মূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদম্। নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।। সমারভ্য ভ্রুবোমূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ।।' তিলকের মধ্যে ছিদ্রবিধি—'নিরন্তরালং যঃ কুর্যাদূর্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ। স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি।। অছিদ্রমূর্ধ্বপুণ্ড্রন্তু যে কুর্বন্তি দ্বিজাধমাঃ। তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ।। তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডকারং সুশোভনম্। বিপ্রাণাং সততং ধার্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে।।'

হরিমন্দির-লক্ষণ,—'নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্ধ্বপুণ্ড্রং সুশোভনম্। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্।। বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ। মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ।।' উর্ধ্বপুণ্ড্র মৃত্তিকা,—(পাদ্মে) 'বিষ্ণোঃ স্নানোদকং যত্র প্রবাহয়তি নিত্যশঃ। পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থায় গৃহ্ণীয়াত্তত্র মৃত্তিকাম্।। যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ।। শ্রীরঙ্গে ব্যেঙ্কটাদ্রৌ চ শ্রীকূর্মে দ্বারকে শুভে। প্রয়াগে নারসিংহাদৌ বারাহে তুলসীবনে। গৃহীত্বা মৃত্তিকাং ভক্ত্যা বিষ্ণুপাদজলৈঃ সহ। ধৃত্বা পুণ্ড্রণি চাঙ্গেষু বিষ্ণুসামীপ্যমাপ্নুয়াৎ।। অম্বরীষ মহাঘস্য ক্ষয়ার্থে কুরু বীক্ষণম্। ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দনপুণ্ড্রকম্।।' (স্কান্দে ধ্রুবোক্তৌ—) শঙ্খচক্রাঙ্কিততনুঃ শিরসা মঞ্জরীধরঃ। গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ।।''. 'অথ তস্যোপরি শ্রীমত্তুলসী-

কোন কোন শ্রীহট্টবাসিগণের ক্রোধবশে পশ্চাদ্ধাবন—

মহা-ক্রোধে কেহ লই' যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায়, যায় তর্জিয়া গর্জিয়া।।২৪।।

রাজপুরুষস্থানে নিমাইকে উপস্থাপন—

কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিক্‌দার-স্থানে।
লৈয়া যায় মহাক্রোধে ধরিয়া দেওয়ানে।।২৫।।

অবশেষে নিমাইর বান্ধবগণ কর্তৃক মীমাংসা-স্থাপন—

তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করাইয়া চলে সেইক্ষণে।।২৬।।

কোন কোন পূর্ববঙ্গবাসীর প্রতি প্রভুর অত্যাচার—

কোন দিন থাকি' কোন বাঙ্গালের আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তা'ন পলায়ন ডরে।।২৭।।

মূলমৃৎস্নয়া। তত্রৈব বৈষ্ণবৈঃ কার্যমূর্ধ্বপুণ্ড্রং মনোহরম্।।' 'তস্যোপরিষ্টাদ্ভগবন্নির্মাল্যমনুলেপনম্। তত্রৈব ধার্যমেবং হি ত্রিবিধং তিলকং স্মৃতম্।। ততো নারায়ণীং মুদ্রাং ধারয়েৎ প্রীতয়ে হরেঃ। মৎস্যকূর্মাদিচিহ্নানি চক্রাদীন্যায়ুধানি চ।।'

শ্রুতিমন্ত্রে তিলক-মুদ্রা-ধারণ-বিধি—(যজুর্বেদে হিরণ্যকেশীয়-শাখায়াম্—) 'হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্। মধ্যে ছিদ্রমূর্ধ্বপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ ভবতীতি।।' (তত্রৈব কঠ-শাখায়াম্—) 'ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা। স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃতি স্থিতং পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্।।' (অর্থবণি) "এভির্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোভে সুভগা ভবেন। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ ইতি।।"৮।।

শ্রীগৌর-নারায়ণ ধর্মবর্মরূপে সনাতন-ধর্মের সংস্থাপক ও কর্তা, সুতরাং কর্মকাণ্ড-রহিত শূদ্র-ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। লোক-রক্ষার জন্য বৈদিক-কর্মকাণ্ড উল্লঙ্ঘন করিতেন না, পরন্তু কেবলমাত্র ভক্তির অনুকূল-বিচার-মূলে কর্মকাণ্ডের ফল্গুত্বই জ্ঞাপন করিতেন।।৯।।

প্রভু কোনদিনই সমাজ-বিগর্হিত অবৈধ লাম্পট্যের প্রশ্রয় দাতা ছিলেন না। তাঁহার নৈতিক চরিত্র—অতুলনীয়, কিন্তু কপটতা আশ্রয় করিয়া বর্তমানকালে অনেক প্রাকৃত-সহজিয়া জগদ্‌গুরু লোক-শিক্ষক গৌরসুন্দরকে নীতিরহিত পরদারাপহারী সাজাইবার যত্ন করেন। ইহা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধের বিষয় নাই। ধর্মশাস্ত্রানুসারে নৈতিক-জীবনে বৈধ-পত্নীর সহিত হাস্য-পরিহাস ও ঘনিষ্ঠ ব্যবহারাদি দোষাবহ নহে, কিন্তু পরস্ত্রীর প্রতি ঐ প্রকার ব্যবহার সর্বতোভাবে নিন্দনীয় ও পরিত্যজ্য। প্রভু যে পর-স্ত্রী দর্শনে দূরে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন, নব-রসিক বা গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায় তাহার আদর করেন না, কিন্তু গৌরকিশোর তাদৃশ আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন।।১৭।।

গৌড়দেশের রাজধানী শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ, আর বঙ্গের পূর্ব-উত্তর-প্রান্তবর্তী সুদূর শ্রীহট্টদেশ—এই দুই-স্থানের প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া এবং প্রভুর পূর্ব-পুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন বলিয়া, শ্রীহট্টবাসিগণের সহিত প্রভুর হাস্য-পরিহাস-রহস্যাদি স্বাভাবিক। তাঁহাদিগের প্রতি 'শ্রীহট্টিয়া', 'বাঙ্গাল' প্রভৃতি সম্বোধন-শব্দের ব্যবহার দ্বারা প্রভু আপাতদৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য-মিশ্রিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ প্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক-প্রীতিরই নিদর্শন দেখাইতেন।।১৮।।

প্রভুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বাক্যে শ্রীহট্টবাসিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তদীয় পূর্ব-পুরুষগণের স্বদেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহাকে সর্বথা শ্রীহট্টবাসীরই নব্য-বংশধর বলিয়া প্রতি-সম্বোধন দ্বারা নিজেদের ক্রোধ সম্বরণ করিতেন। গৌড়দেশের 'হয় হয়' শব্দ শ্রীহট্টবাসিগণের উচ্চারণের দোষে 'অয় অয়' বলিয়া উচ্চারিত হইত; তজ্জন্য প্রভু তাঁহাদের কথার উচ্চারণ লইয়া হাস্য-পরিহাস করিবা-মাত্র তাঁহাদের ক্রোধের সঞ্চার হইত।।১৯।।

এতদ্দ্বারা জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী, উভয়েই শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।।২০।।

খেদাড়িয়া (প্রাচীন-বাঙ্গালায় ব্যবহৃত), সংস্কৃত খিদ্‌ধাতু (?) হইতে 'খেদান'-ধাতুর অসমাপিকা-পদ, তাড়াইয়া, তাড়া করিয়া।

লাগালি,—লাগাল, লাগাইল, নাগালি, নাগাল, নাগাইল সানিধ্য, স্পর্শ।।২৪।।

গৌর-(নদীয়া)-নাগরীবাদ-নিরসন—

এইমত চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে।।২৮।।
'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা,—বিদিত সংসারে।।২৯।।

গৌরতত্ত্ববিৎ মহাজনগণের গৌরকীর্তন-রীতি—

অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গ-নাগর' হেন স্তব নাহি বলে।।৩০।।

অভক্তিমূলক গৌরতত্ত্ববিরোধি-স্তব-কীর্তনে নিষেধাজ্ঞা—

যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধজনে।।৩১।।

মুকুন্দ-সঞ্জয়গৃহে গৌর-নারায়ণের বিদ্যাবিলাস—

হেনমতে শ্রীমুকুন্দসঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়ক বিহরে।।৩২।।

শিষ্যগণ-বেষ্টিত প্রভুর অধ্যাপনা—

চতুর্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহা-কুতূহলী।।৩৩।।

শিরোরোগ ও তচ্চিকিৎসাভিনয়—

বিষ্ণু-তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষপ্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজ-রসে।।৩৪।।

দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অধ্যাপনানন্তর গঙ্গাস্নানে গমন—

ঊষঃকাল হৈতে দুইপ্রহর-অবধি।
পড়াইয়া গঙ্গাস্নানে চলে গুণনিধি।।৩৫।।

অর্ধরাত্রি পর্যন্ত পাঠালোচনা—

নিশারো অর্ধেক এইমত প্রতিদিনে।
পড়ায়েন চিন্তয়েন সবারে আপনে।।৩৬।।

বর্ষমধ্যেই প্রভু-সমীপে পাঠ-ফলে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ—

অতএব প্রভুস্থানে বর্ষেক পড়িয়া।
পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া।।৩৭।।

শিক্‌দার—(ফার্‌সি শব্দ), মুসলমান-রাজত্বকালে শান্তিরক্ষক রাজকর্মচারিবিশেষ, অথবা পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ, অথবা সিক্কা (বাদশাহী মুদ্রা)-দার (ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী)।

দেওয়ানে—(ফার্‌সি শব্দ 'দীবান বা দাবান' হইতে) ধর্মাধিকরণে, দেওয়ানীতে, আদালতে বা বাদশাহের বিচার-দরবারে।।২৫।।

সমঞ্জস,—[সংস্কৃত-শব্দ, সম্ (সম্পূর্ণ) + অঞ্জস্ (ঔচিত্য) যাহার বহুব্রীহি-সং], সমীচীন, (প্রাচীন-বাঙ্গালায়) মীমাংসা, মিট্‌মাট্, আপোস্।।২৬।।

'আড়ে'—(সংস্কৃত অন্তরাল-শব্দের অপভ্রংশ 'আড়াল' শব্দের সংক্ষিপ্ত আড়-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইলে), আড়ালে, একপার্শ্বে, অন্তরালে অর্থাৎ অন্তরালে থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে, অতর্কিতভাবে, সুতরাং, 'বিলক্ষণ সুযোগ-সুবিধা মত' অথবা অতিশয় উদ্যমের সহিত, লম্বা-হাতে বা সজোরে। আর [সংস্কৃত আ অড়্ (গমন করা) + ই (সংজ্ঞার্থে—আড়ি-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইলে] 'আড়িতে' অর্থাৎ (মনের অন্তরালে গমন-হেতু) আক্রোশ, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া বা ক্রোধবশতঃ অথবা প্রতিজ্ঞা, পণ বা গোঁ-বশতঃ।

'বাওয়াস',—(প্রাদেশিক-শব্দ), বীজ শস্য-বিহীন শুষ্ক কঠিন ত্বক অলাবু।।২৭।।

যদিও প্রভু নানাস্থানে বালকোচিত চাপল্য দেখাইতেন, তথাপি কখনও স্ত্রী-সম্বন্ধি পাপকার্যের প্রশ্রয় দিতেন না। ভোক্তৃবুদ্ধিতে ব্যবহার দূরে থাকুক, ভোগ্যা যোষিদ্‌জ্ঞানে স্ত্রীলোক-দর্শনে জীবের মহা-মোহ-বশে নৈতিক ও পারমার্থিক সর্বনাশ ঘটে বলিয়া সর্বপ্রকার যোষিৎসঙ্গ হইতে যে তাহার দূরে অবস্থান কর্তব্য, তাহা জগদ্‌গুরু লোকশিক্ষক প্রভু আপনি 'আচরি' ধর্ম 'জীবেরে শিখাইয়াছেন'।।২৮।।

গৌরসুন্দর তাঁহার হরিজনোচিত হরিভক্তিময়ী লীলায় প্রাকৃত-স্ত্রীলোক-ঘটিত কোন প্রসঙ্গই কোন প্রকারে আলোচনা করিতেন না। নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব ফল সর্বশাস্ত্রসম্রাট্ শ্রীমদ্ভাগবত যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীকে সর্বতোভাবে নিন্দা করিয়া উহাকে নিষ্কপট ভগবৎসেবার প্রতিকূল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (আদি ১ম অঃ ২৯ সংখ্যার বিস্তৃত তথ্য দ্রষ্টব্য)। যে স্থানে জীবের ভোগময়ী চিত্ত-বৃত্তি যোষিদ্-ভোগে নিযুক্ত, সে-স্থলে সর্বযোষিৎপতি কৃষ্ণের নিত্যনির্ব্যলিক সেবার বুদ্ধির অভাব জানিতে

বিদ্যাবিলাস-মগ্ন পুত্রের বিবাহার্থ শচীমাতার চিন্তা—

হেনমতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য শচী চিন্তে নিরন্তর।।৩৮।।

অনুরূপা যোগ্যা কন্যার অন্বেষণ—

সর্ব-নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে।।৩৯।।

নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গুণাবলী—

সেই নবদ্বীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্।
দয়াশীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম।।৪০।।
অকৈতব, উদার, পরম-বিষ্ণুভক্ত।
অতিথি-সেবনে, পর-উপকারে রত।।৪১।।
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবংশ-জাত।
পদবী 'রাজ-পণ্ডিত', সর্বত্র বিখ্যাত।।৪২।।
ব্যবহারেও পরম-সম্পন্ন এক জন।
অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ।।৪৩।।

তদীয় সুশীলা দুহিতৃরূপে মহালক্ষ্মী অবতীর্ণা—

তাঁ'র কন্যা আছেন পরম-সুচরিতা।
মূর্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা।।৪৪।।

মহালক্ষ্মীর দর্শনমাত্র তাঁহাকে পুত্ররূপী নারায়ণের যোগ্যা সঙ্গিনী-জ্ঞান—

শচীদেবী তাঁ'রে দেখিলেন যেইক্ষণে।
এই কন্যা পুত্রযোগ্যা,—বুঝিলেন মনে।।৪৫।।

হইবে। কেহ যদি গৌরসুন্দরের নিকট স্ত্রী ঘটিত গ্রাম্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন বা আলোচনা করিতে আসিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উহা বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিতেন। কৃষ্ণসেবা-বিরোধি-সাহিত্যচর্চার ছলনায় এবং কৃষ্ণভক্তি-রস-বর্জিত বৈরস্যময় কাব্য-রস-পানাশায় মানবের গ্রাম্য-রস-পান-প্রবণ চিত্ত যেরূপ বিষয়ভোগবাঞ্ছা-মূলক ব্যভিচারে প্রধাবিত ও প্রমত্ত হয়, কৃষ্ণভক্তিপ্রেমরস-প্রদাতা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার শুদ্ধভক্ত মহাজন-সম্প্রদায় কখনই তাদৃশ ব্যভিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না বা নহেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি কখনই যোষিৎসংক্রান্ত কোনপ্রকার গ্রাম্য-কথারই প্রশ্রয় দেন নাই।।২৯।।

এজন্য প্রভুর নিত্যসিদ্ধ স্তাবক মহাজন-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের নিষ্কপট অনুগগণ---যাঁহারা তাঁহার স্তুতি-কীর্তন গান বা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা---কখনও কোনপ্রকারেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে অবৈধভাবে 'নাগর'-আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহার গুণ-মহিমা গান করেন নাই, করেন না বা করিবেন না। শ্রীগৌরসুন্দরই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়রাজ্যের যাবতীয় নারীর একমাত্র বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন; তাহা হইলেও কৃষ্ণের এই গৌরলীলায় 'নাগর' বলিয়া মহিমা-প্রচার বা স্তব করিবার কোনও ভিত্তি নাই এবং তাহা গৌর-কৃষ্ণ-সেবার অর্থাৎ সু-সিদ্ধান্তের নিতান্ত বিরুদ্ধ। গোপীজন-বল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সম্ভোগরস-বিগ্রহ। কৃষ্ণের গৌরলীলা স্বভাবতঃ বিপ্রলম্ভময়ী, সুতরাং কোন বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট গৌরভক্তই প্রভুর বিদ্যা-বিলাসাত্মিকা আদি-লীলায় নিখিল বৈধভক্ত্যাশ্রিতগণের সেব্যবিগ্রহত্ব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণত্ব, অথবা দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাভিনয়ান্তর প্রভুর বিপ্রলম্ভরসাত্মিকা মধ্য ও অন্ত্যলীলায় মূল-আশ্রয়বিগ্রহের কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিময় মহাভাবটীকে বিপর্যস্ত করিয়া তাঁহাকে অন্যপ্রকার অর্থাৎ সম্ভোগ-রসের কুমনঃ-কল্পিত নায়করূপে গড়িয়া তুলিয়া গৌরভোগী হইবার জন্য ব্যস্ত হন না। নির্বোধ অবৈধ পরদার-বুভুক্ষা-লম্পট ভাগ্যহীন সম্প্রদায় তাহাদের গ্রাম্য প্রবৃত্তি-বশতঃ গৌরসুন্দরকে ও তাঁহার সেবক-সেবিকা ভক্তগণকে 'কামুক' ও 'কামুকী' সাজাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া স্ব-স্ব-দুর্বুদ্ধি ও নির্বুদ্ধিতা জ্ঞাপন করেন মাত্র। প্রভুর আচার্য-লীলায় গ্রাম্য-বার্তার শ্রবণ-কীর্তন তাঁহার প্রচার ও স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ; পরন্তু কৃষ্ণ-লীলায় যেরূপ অপ্রাকৃত সম্ভোগ-রসের অভিনয় নিত্যকাল বর্তমান, গৌরলীলায়ও তদ্রূপ সম্ভোগের পরিবর্তে চিন্ময় বিপ্রলম্ভরসের নিত্যাবস্থিতি। যোষিৎসঙ্গ বা প্রাকৃত যোষিতের দর্শনফলে বৈরস্যেরই উদয় হয়, তাহাতে ভাবনাবর্ত্মের অতীত শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে সর্বতোভাবে আস্বাদনযোগ্য চিন্ময়রসের অধিষ্ঠান নাই, পরন্তু বদ্ধজীবের তমোগুণ-হৃদয়ে তদ্বিপরীত জড় ভোগেরই ব্যাপার নিহত আছে। এইসকল কথা গৌরকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ 'মহা-মহিম' 'বুধ' অর্থাৎ ধীর বুদ্ধিমান্ দেশিকগণ গান করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য-সম্মত সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিস্তৃত বিচার ও আলোচনা জানিতে হইলে পারমার্থিক সাপ্তাহিক-পত্র 'গৌড়ীয়'---৫ম বর্ষের ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।৩০-৩২।।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আশৈশব আচরণ—

শিশু হইতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তি বিনে নাহি আন।।৪৬।।

গঙ্গাঘাটে আর্যা শচীমাতাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রত্যহ প্রণাম—

আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি-দিনে দিনে।
নম্র হই' নমস্কার করেন চরণে।।৪৭।।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীমাতার আশীর্বাদ—

আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্বাদ।
"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ।।"৪৮।।

গঙ্গাস্নানার্থ আগতা শচীর বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বপুত্রবধূরূপে বাঞ্ছা—

গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।।"৪৯।।

সনাতন মিশ্রেরও প্রভুকে জামাতৃরূপে বরণেচ্ছা—

রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব-গোষ্ঠী-সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ-মনে।।৫০।।

সনাতন মিশ্রের নিকট তদীয় কন্যা-সহ নিজপুত্রের বিবাহ-সংঘটনার্থ কাশীনাথ পণ্ডিতকে শচীর আদেশ ও প্রেরণ—

দৈবে শচী কাশীনাথ-পণ্ডিতেরে আনি'।
বলিলেন তাঁ'রে—"বাপ, শুন এক বাণী।।৫১।।
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ,—ইচ্ছা থাকে তা'ন।
আমার পুত্রেরে করুন কন্যা দান।।"৫২।।

কাশীনাথের প্রস্থান—

কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
'দুর্গা' 'কৃষ্ণ' বলি' রাজপণ্ডিত-ভবনে।।৫৩।।

কাশীনাথকে সনাতন মিশ্রের যথোচিত অভ্যর্থনা—

কাশীনাথ দেখি' রাজপণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি' দিলেন সম্ভ্রমে।।৫৪।।

কাশীনাথের আগমন কারণ-জিজ্ঞাসা—

পরম-গৌরবে বিধি করে যথোচিত।
"কি কার্যে আইলা, ভাই?" জিজ্ঞাসে পণ্ডিত।।৫৫।।

নিজ-রসে,—বিদগ্ধমাধব-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর 'নিজরস'-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন,—'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।' অথবা 'স্বানুভবানন্দে', স্বীয় নিগূঢ় ভাবানুসারে; নিজের রঙ্গে বা কৌতুকে। পাঠান্তরে,—'নিজাবেশে'।।৩৪।।

মহাপ্রভু গৌরসুন্দরই সৎসিদ্ধান্তের একমাত্র উপদেশক-শিরোমণি। তিনি যাবতীয় ভগবদ্ভক্তিমূলাকর সুসিদ্ধান্ত সমূহের অনুমোদন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জগৎ যে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি জানিত না, তাহাও তিনি আপামর সকলের সহজ-প্রাপ্য করিয়াছেন। তাঁহার সুসিদ্ধান্ত-ভূমিকাত্রয়েই শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্যত্ব, তদনুগ শ্রীরূপ-গোস্বামীর অভিধেয়াচার্যত্ব এবং শ্রীজীব-গোস্বামি-কর্তৃক তৎপরিপুষ্টি সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাস্য-বস্তু হইয়াছে। শ্রীরূপানগবর শ্রীদাস-গোস্বামীর সেই সুসিদ্ধান্তভিত্তিমূলা নিগূঢ়ভজন-প্রণালীই বৃন্দা-বিপিনের সুরসদ্মলতিকা। প্রভুর নিকট যাঁহারা একবর্ষ কালও সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করিতেন, আধ্যক্ষিক-জ্ঞান তাঁহাদিগকে কখনও অধোক্ষজ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিত না।।৩৭।।

অকৈতব,—কৈতব (কপটতা, কুটিলতা বা খলতা)-শূন্য, নিষ্কপট, সরল, অক্রূর।

উদার,—দানশীল, মহান্, উন্নত, প্রশান্ত, করুণ, ঋজু-স্বভাব, স্থির বা গম্ভীর।।৪১।।

দয়ার্দ্র-স্বভাব সনাতন মিশ্র নানা সদ্‌গুণরাশিতে বিভূষিত ছিলেন; তিনি কোনপ্রকার ছলনা জানিতেন না, পরন্তু পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি অতিথি-সেবী, পরোপকারব্রতী, সত্যানুরক্ত ও ইন্দ্রিয়-সংযমে ব্রতী এবং উচ্চ কুলোদ্ভূত মহাভিজাত্যসম্পন্ন ছিলেন। সমগ্র নবদ্বীপে তিনি 'রাজপণ্ডিত'-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্যবহারিক, লৌকিক বা সামাজিক রাজ্যেও তিনি একজন মহা-সম্পত্তিশালী, ধনাঢ্য, সমৃদ্ধিবান্ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অনায়াসে বহু-লোকের লালনপালন ও ভরণ-পোষণ করিতেন। অধুনা কপট দুরাচার সমাজ বলিয়া থাকেন যে, যাঁহারা সনাতন-মিশ্রের ন্যায় সত্যবাদী, সরল, উদার ও ন্যায়-পরায়ণ অর্থাৎ মিথ্যা, ছল, হীনতা বা অন্যায়ের বিরোধী বা ধার ধারেন না, তাঁহারা কখনই জগতে ব্যবহারিক-রাজ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু সনাতন মিশ্র, একদিকে যেমন সামাজিক পদমর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ, অপরদিকে তেমনই নানা সদ্‌গুণাবলীতে বিমণ্ডিত ছিলেন।।৪১-৪৩।।

কাশীনাথের প্রস্তাবনা—

কাশীনাথ বলেন,—''আছয়ে এক কথা।
চিত্ত লয় যদি, তবে করহ সর্বথা।।৫৬।।

শচীনন্দনকে কন্যা-সম্প্রদানার্থ অনুরোধ—

বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর'—এ সম্বন্ধ উচিত সর্বথা।।৫৭।।

উভয়েই উভয়ের যোগ্য—

তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাঁহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী।।৫৮।।

দ্বারকেশ-দম্পতিই এই যুগে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া—

যেন কৃষ্ণে-রুক্মিণীতে অন্যোহন্য-উচিত।
সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাঞি পণ্ডিত।।''৫৯।।

তদ্বিষয়ে সনাতনের ভার্যাদি স্বজন-সহ পরামর্শ—

শুনি' বিপ্রপত্নী-আদি আপ্তবর্গ-সহে।
লাগিলা করিতে যুক্তি, দেখি,—কে কি কহে'।।৬০।।

সকলেরই শচীনন্দন-সহ কন্যার বিবাহপ্রস্তাব ও অনুমোদন—

সবে বলিলেন,—''আর কি কার্য বিচারে?
সর্বথা এ কর্ম গিয়া করহ সত্বরে।।''৬১।।

হর্ষভরে সনাতন মিশ্রের কাশীনাথকে উক্তি—

তবে রাজপণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি।
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি।।৬২।।

শচীনন্দনকে বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্প্রদানে সনাতনের অঙ্গীকার—

''বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতের করে কন্যা দান।
করিব সর্বথা,—বিপ্র, ইথে নাহি আন।।৬৩।।

বিশ্বম্ভর-সহ দুহিতার উদ্বাহ-সম্বন্ধে মিশ্রের স্ববংশ-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন—

ভাগ্য থাকে যদি সর্ব-বংশের আমার।
তবে হেন সু-সম্বন্ধ হইবে কন্যার।।৬৪।।

কন্যার বিবাহপ্রস্তাবে বরপক্ষকে স্বীয় দৃঢ়াঙ্গীকার ও সমর্থন জ্ঞাপনার্থ অনুরোধ—

চল তুমি, তথা যাই' কহ সর্ব-কথা।
আমি পুনঃ দঢ়াইলুঁ, করিব সর্বথা।।''৬৫।।

শচীদেবী-সমীপে কাশীনাথের কন্যাপক্ষীয় অনুমোদন জ্ঞাপন—

শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি' শচীর গোচর।।৬৬।।

অভীষ্টপূরণসম্ভাবনায় হর্ষভরে শচীমাতার পুত্রবিবাহে উদ্‌যোগ—

কার্যসিদ্ধি শুনি' আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্‌যোগ তবে করিতে লাগিলা।।৬৭।।

অধ্যাপক প্রভুর উদ্বাহ-শ্রবণে শিষ্যগণের হর্ষ—

প্রভুর বিবাহ শুনি' সর্ব-শিষ্যগণ।
সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন।।৬৮।।

ঘটনা,—বিবাহের যোজনা, অর্থাৎ সঙ্ঘটন, সম্মেলন, সংযোগ।।৪৯।।

সর্বগোষ্ঠী-সনে,—সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সহিত একসঙ্গে মিলিয়া।।৫০।।

কাশীনাথ পণ্ডিত—নবদ্বীপ-নিবাসী ঘটকচূড়ামণি বিপ্র; শ্রীকৃষ্ণলীলায় ইনি সত্যভামা দেবীর বিবাহার্থ কৃষ্ণসমীপে উভয়ের উদ্বাহ-সম্বন্ধ-প্রস্তাবসহ প্রেরিত বিপ্র। (গৌঃ গঃ ৫০ শ্লোক)—''যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি। সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ।।''৫১।।

পরম-গৌরবে....যথোচিত,—মহাযত্ন ও আদরের সহিত যথা-বিধি সম্মানানুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।।৫৫।।

সম্বন্ধ,—বিবাহ-সম্বন্ধ, বিবাহ-সংযোগ (সম্মেলন বা সংঘটন), আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা।।৫৭।।

বুদ্ধিমন্ত-খান,—প্রভুর প্রতিবেশী ও একান্ত অনুগত ধনাঢ্য ভক্ত বিপ্র (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ৭৪ সংখ্যায়—) ''চৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত-খান। আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবকপ্রধান।।'' আদি ১২শ অঃ ৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয়বারে প্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত বিবাহোপলক্ষে বররূপী প্রভুর পক্ষে থাকিয়া তৎসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার-বহন-কারী,—আদি ১৪শ অঃ ৬৯, ৭১, ১৩৭, ১৪৫, ২২০; শ্রীবাস-মন্দিরে বা চন্দ্রশেখর-ভবনে প্রভুর সঙ্কীর্তন-সঙ্গী,—মধ্য ৮ম অঃ ১১২; জগাই-মাধাই-উদ্ধারান্তে সগণ প্রভুর জলকেলির সঙ্গী,—মধ্য ১৩শ অঃ ৩৩৫; চন্দ্রশেখর-গৃহে মহালক্ষ্মী-কাচে স্বয়ং প্রভুর অভিনয়-

বিশ্বম্ভরের যাবতীয় উদ্বাহ-ব্যয়-নির্বাহার্থ বুদ্ধিমন্ত খানের স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার—

প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত-মহাশয়।
"মোর ভার এ-বিবাহে যত লাগে ব্যয়।।"৬৯।।

প্রভুর বিবাহ-ব্যয় আংশিকভাবে বহনার্থ মুকুন্দ-সঞ্জয়েরও আগ্রহ-প্রকাশ—

মুকুন্দ সঞ্জয় বলে,—"শুন, সখা ভাই!
তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই?"৭০।।

ধনাঢ্য বুদ্ধিমন্ত খানের মহা-সমারোহের সহিত প্রভুবিবাহ-সম্পাদনাভিপ্রায়—

বুদ্ধিমন্ত-খান বলে,—"শুন, সখা ভাই!
বামনিঞা সজ্জ এ-বিবাহে কিছু নাই।।৭১।।
এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন।।"৭২।।

অধিবাস-দিন-নির্ধারণ—

তবে সবে মিলি' শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে।।৭৩।।

বিবাহ-স্থানে মঙ্গলসজ্জা ও আলিপনা—

বড়-বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।
চতুর্দিকে রুইলেন কদলী আনিয়া।।৭৪।।
পূর্ণ-ঘট, দীপ, ধান্য, দধি, আম্রসার।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য আছয়ে প্রচার।।৭৫।।
সকল একত্রে আনি' করি' সমুচ্চয়।
সর্বভূমি করিলেন আলিপনাময়।।৭৬।।

অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব ও দ্বিজাদি সকল সজ্জনেরই বিশ্বম্ভর-বিবাহে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণপ্রাপ্তি—

যতেক বৈষ্ণব, আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন।।৭৭।।

কালে বেশভূষা-সজ্জাদির ভারপ্রাপ্ত,---মধ্য ১৮শ অঃ ৭, ১৩, ১৪, ১৬; শান্তিপুরে প্রভু-সহ মিলন,---চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পঃ ১৫৪; প্রভু-দর্শনার্থ ভক্তগণ-সহ গৌড় হইতে পুরী যাত্রা,---অন্ত্য, ৮ম অঃ ৩০

("আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়"), এবং চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম পঃ ১০ ও ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভার, [ভৃ + অ (ঘঞ) ভাবে], দায়িত্ব, গুরুত্ব।

লাগে,---আবশ্যক বা প্রয়োজন হইবে।।৬৯।।

বামনিঞা সজ্জ, দরিদ্র-ব্রাহ্মণোচিত-রীত্যনুযায়ী আড়ম্বর জাঁক-জমক বা সমারোহ-বিহীন, স্বল্প, সামান্য আয়োজন, 'গরিবানা চাল'।

কিছু নাই,---কিঞ্চিন্মাত্রও (লেশ পর্যন্তও অর্থাৎ নামগন্ধও) থাকিবে না।।৭১।।

অধিবাস-লগ্ন,---আদি ১০ম অঃ ৮০ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।

রুইলেন,---[সংস্কৃত 'রুহ'-ধাতু + ণিচ্ রোপি + অনট্---'রোপণ', তাহা হইতে প্রাদেশিক অপভ্রংশ ' রোয়া'-ধাতু], 'রোয়া'-ধাতুর অতীতকালে প্রথম-পুরুষে ব্যবহৃত, রোপণ করিলেন।

চন্দ্রাতপ,---[চন্দ্র + আত (গমন)---পা (রক্ষা করা) + অ (ড) কর্তৃ], যাহা চন্দ্রকিরণের (সুতরাং অর্থ-সম্প্রসারণে, সূর্যকিরণেও) গমন (অর্থাৎ আগমন বা আক্রমণ) হইতে নিম্নস্থিত জনগণকে রক্ষা করে; 'চাঁদোয়া', 'সামিয়ানা', মণ্ডপ।

টাঙ্গাইয়া, [প্রাদেশিক শব্দ, সংস্কৃত ণিজন্ত তন্-ধাতু (বিস্তার করা) হইতে 'তানান', টানান', টাঙ্গান (?)-ধাতুর অসমাপিকা-পদ], 'খাটাইয়া', উঁচুতে বাঁধিয়া।।৭৪।।

আম্রসার,---আম্রপত্র-পল্লব।।৭৫।।

আলিপনা,---(সংস্কৃত 'আলিম্পন'-শব্দজ), স্ব-গৃহের বা দেব-গৃহের ভূমিতে, ভিত্তিতে, চাউলের পিটুলি দ্বারা নানাপ্রকার মঙ্গলালেপন বা চিত্রাঙ্কন, (চলিত ভাষায়) 'আল্পনা' বা 'আলিপনা'।

সমুচ্চয় করি,---সংগ্রহ, সমাহার, গণনা বা স্তূপীকৃত করিয়া।।৭৬।।

বৈষ্ণব,---এস্থলে, শৌক্র বা অশৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভূত-নির্বিশেষে বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ সদাচারনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ।

ব্রাহ্মণ,---এস্থলে, শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভূত পুরুষগণ।।৭৭।।

তৎকালীন নিমন্ত্রণ-রীতি—

সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকলে।
''অধিবাসে গুয়া আসি' খাইবা বিকালে।।''৭৮।।

অধিবাস-দিনে অপরাহ্নে বাদকের মঙ্গলবাদন—

অপরাহ্নকাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি' করিতে লাগিল বাজনিয়া।।৭৯।।

বিবিধ যন্ত্রে মঙ্গলবাদন—

মৃদঙ্গ, সানাঞি, জয়ঢাক, করতাল।
নানাবিধ বাদ্যধ্বনি উঠিল বিশাল।।৮০।।

ভট্টগণের স্তুতিপাঠ, সাধ্বী সধবাগণের হুলুধ্বনি—

ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার।
পতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার।।৮১।।

বেদধ্বনির মধ্যে বিশ্বম্ভরের সভায় উপবেশন—

বিপ্রগণে লাগিল করিতে বেদধ্বনি।
মধ্যে আসি' বসিলা দ্বিজেন্দ্রকুল-মণি।।৮২।।

বিপ্রগণের সভায় হর্ষভরে উপবেশন—

চতুর্দিকে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
সবেই হইলা চিত্তে মহা-কুতূহলী।।৮৩।।

আমন্ত্রিত উপস্থিত বিপ্রকুলের প্রতি
যথোচিত-অভ্যর্থনা-রীতি-বর্ণন—

তবে গন্ধ, চন্দন, তাম্বূল, দিব্য-মালা।
ব্রাহ্মণগণের সবে দিবারে আনিলা।।৮৪।।
শিরে মালা, সর্ব্ব-অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
একবাটা তাম্বূল সে দেন একো জনে।।৮৫।।

তৎকালীন বিপ্রবহুল নবদ্বীপবাসি-বিপ্রগণের
অধিবাস-সভায় গমনাগমন—

বিপ্রকুল নদীয়া,—বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই।।৮৬।।

কোন কোন লুব্ধ বিপ্রের ঢঙ্গ চরিত ও
শাঠ্য-কাপট্য-নাট্যবর্ণন—

তথি-মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে।।৮৭।।

জনসংঘট্টে মিশিয়া অপরিচিতভাবে অভ্যর্থনার
দ্রব্যাদি-সংগ্রহে তাহাদের প্রচেষ্টা—

আরবার আসি' মহা-লোকের গহনে।
চন্দন, গুবাক, মালা নিয়া নিয়া চলে।।৮৮।।

শুভকার্যে হর্ষমত্ততা-হেতু তাদৃশ ধূর্তগণের শাঠ্যাচরণে
সকলের অনবধান—

সবেই আনন্দে মত্ত, কে কাহারে চিনে?
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে।।৮৯।।

মাল্যাদি-সংগ্রহে অতিব্যগ্র-লোকসংঘট্ট দর্শনে প্রভুর
সানন্দে তদ্বিতরণার্থ আদেশ—

''সবারে চন্দন-মালা দেহ' তিন-বার।
চিন্তা নাহি, ব্যয় কর' যে ইচ্ছা যাহার।।''৯০।।

প্রভুর আজ্ঞা-ফলে একই ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ মাল্যাদি
সংগ্রহরূপ বৃথা অপচয়-নিবারণ—

একবার নিয়া যে যে লয় আর বার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার।।৯১।।

গুয়া,—(সংস্কৃত 'গুবাক'-শব্দের সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ), সুপারি; এ-স্থলে, তাম্বূলপর্ণ ও গুবাক (অর্থাৎ পান-গুয়া), উভয়ই।।৭৮।।

বাজনিয়া,—সংস্কৃত বাদন-শব্দের অপভ্রংশ 'বাজন', 'বাজান'; যে ব্যক্তি 'বাজনা' (বাদ্য) বাজায়, নট্ট, বাজানদার, বাদ্যকর।।৭৯।।

রায়বার, আদি ৮ম অঃ ১১শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জয়জয়কার,—অদ্যাপি পূর্ববঙ্গে হুলু (উলু)-ধ্বনিই প্রাদেশিক চলিত-ভাষায় 'জোকার' অর্থাৎ 'জয়কার'-নামে কথিত।।৮১।।

বাটা,—তাম্বূলাধার, পানের ডিবা।।৮৫।।

বিপ্রকুল,—বিপ্রজাতি-পরিপূর্ণ।।৮৬।।

তথি-মধ্যে,—(প্রাচীন বাঙ্গলায় ব্যবহৃত), তন্মধ্যে।

লোভিষ্ঠ,—[লোভ + ('অতিশয়'-অর্থে) ইষ্ঠ], মহ-লোভী, অত্যন্ত লুব্ধ।।৮৭।।

ধূর্ত বিপ্রগণের অন্যায়ভাবে দ্রব্যসংগ্রহ চেষ্টা-দর্শনে তাহাদের অখ্যাতি-নিবারণার্থ প্রভুর তাদৃশ উদার আদেশ—

"পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি' নিলে।।"৯২।।

বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
'তিনবার দিলে পূর্ণ হইবে সর্বথা।।'৯৩।।

প্রভুর আজ্ঞা-ফলে আশাতীত দ্রব্যলাভে লুব্ধবিপ্রগণের অন্যায়ভাবে দ্রব্যাদি সংগ্রহার্থ প্রযত্ন পরিত্যাগ—

তিনবার পাই, সবে হরষিত-মন।
শাঠ্য করি' আর নাহি লয় কোন জন।।৯৪।।

শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ শ্রীশেষ-সঙ্কর্ষণের দুর্বিজ্ঞেয়ভাবে মাল্যাদি-উপকরণরূপে স্বীয় আরাধ্য-সেবা—

এইমত মালায়, চন্দনে, গুয়া-পানে।
হইলা অনন্ত, মর্ম কেহ নাহি জানে।।৯৫।।

বিতরিত মাঙ্গলিক-দ্রব্যাদি ব্যতীতও বিতরণকালে কেবলমাত্র ভূপতিত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি দ্বারাই সাধারণ লোকের অনায়াসে বহু বিবাহ-নির্বাহ-যোগ্যতা—

মনুষ্যে পাইল যত, সে থাকুক দূরে।
পৃথ্বীতে পড়িল যত, দিতে মনুষ্যেরে।।৯৬।।

সেই যদি প্রাকৃত-লোকের ঘরে হয়।
তাহাতেই তা'ন পাঁচ বিভা নির্বাহয়।।৯৭।।

আশাতীত দ্রব্যাদি লাভে উপস্থিত সকলেরই হর্ষভরে অধিবাস-বাসর-স্তুতি—

সকল-লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সবে বলে,—"ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস।।৯৮।।

অভূতপূর্ব অধিবাস-বাসর—

লক্ষেশ্বরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে।।৯৯।।

মুক্তহস্তে মাল্যাদি-বিতরণ—

এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া-পান।
অকাতরে কেহ কভু নাহি করে' দান।।"১০০।।

গীতবাদ্য ও মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি এবং আত্মীয়-স্বজনসহ কন্যা-পিতার স্বগৃহে আগমন—

তবে রাজপণ্ডিত আনন্দ-চিত্ত হৈয়া।
আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া।।১০১।।

বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি' নিজ-সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য নৃত্য-গীত-মহারঙ্গে।।১০২।।

যথাবিধি যথাশাস্ত্র শুভ-লগ্নে জামাতৃরূপি-ভগবান্ শচীনন্দনকে রাজপণ্ডিতের তিলকদান—

বেদবিধিপূর্বক পরম-হর্ষ-মনে।
ঈশ্বরের গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে।।১০৩।।

তৎক্ষণাৎ মঙ্গল-হরিধ্বনি ও জয়রব—

ততক্ষণে মহা-জয়জয় হরি ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সবে মহা-স্তুতি-বাণী।।১০৪।।

সাধ্বী সধবাগণের হুলুধ্বনি; স্থানকালপাত্রে সর্বত্রই আনন্দ-দর্শনে বিরাজিত আনন্দলীলাময়-বিগ্রহের যথার্থ অবতারানুমান—

পতিব্রতাগণে দেয় জয়জয়কার।
বাদ্য-গীতে হৈল মহানন্দ অবতার।।১০৫।।

গহনে, [সংস্কৃত গহ্-ধাতু (নিবিড় হওয়া) + অনট্—গহন-শব্দজ], 'ভিড়', জনতা, সংঘট্ট, ইহা দেখিতেই 'গোল'-শব্দ (?)।।৮৮।।

যে-সকল বিপ্র পান, সুপারি, মালা, চন্দন প্রভৃতি একবার গ্রহণ করিয়া বা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উহা লাভ করিবার আশায় বিভিন্ন-সজ্জায় আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পাছে কেহ 'অবৈধ লুব্ধ শঠ বা বঞ্চক' বলিয়া গর্হণ করে, তজ্জন্য তৎপ্রতিকারার্থ অর্থাৎ যাহাতে সকল-বিপ্রেরই পরিপূর্ণ-প্রাপ্তির ফলে সন্তোষ-লাভ হয় বা আশা মিটিয়া যায়, তন্নিমিত্ত পরমোদার গৌরসুন্দর 'সকলকেই তিন তিনবার পান, সুপারি ও চন্দন-মালা দাও',—এইরূপ আদেশ করিলেন।।৯০-৯২।।

পরমার্থে....নিলে,—পরকে প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা করিয়া অর্থাৎ ঠকাইয়া বা ফাঁকি দিয়া কিছু আত্মসাৎ করিলে পরমার্থে দোষ অর্থাৎ পাপ হয়, সুতরাং তাহা সুনীতি-রহিত। কিন্তু যে-সকল স্ত্রৈণ পুরুষ বাহিরে সর্ব-সর্বসময়েই মিথ্যা-কথা ছলনা বা প্রতারণাকে

জামাতৃবরণান্তে রাজপণ্ডিতের স্বগৃহে গমন—

হেনমতে করি' অধিবাস শুভ-কাজ।
গৃহে চলিলেন সনাতন-বিপ্ররাজ।।১০৬।।

বরপক্ষীয় আত্মীয়-স্বজনগণেরও কন্যাগৃহে গিয়া মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে নিরীক্ষণ—

এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে।
লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে।।১০৭।।

হরিসেবার অনুকূলেই উভয়পক্ষীয়গণের বৈদিকাচারান্তে লৌকিকাচার-সম্পাদন—

আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতূহলে।।১০৮।।

শুভ-বিবাহ-বাসরে বৈধগৃহস্থগণের আদর্শরূপে প্রভুর ব্রাহ্ম-মুহূর্তে গঙ্গাস্নানান্তে বিষ্ণুপূজা—

তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি' গঙ্গা-স্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র ভগবান্।।১০৯।।

আত্মীয়স্বজন-বেষ্টিত আত্মারাম ভগবদ্ বিশ্বম্ভরের আত্মপ্রীত্যর্থ লৌকিক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-লীলাভিনয়—

তবে শেষে সর্ব-আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দীমুখ-কর্মাদি করিতে।।১১০।।

তৎকালে মাঙ্গলিক বাদ্য-গীত ও জয়ধ্বনি—

বাদ্য-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল।
চতুর্দিকে জয়জয় উঠিল মঙ্গল।।১১১।।

দুর্নীতি-পুষ্ট বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়েন না, অথচ প্রাণাধিক প্রিয়তমা স্ত্রীর সুখের নিমিত্ত মিথ্যা-কথা, ছলনা বা প্রতারণা করিতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেন না, উপরন্তু তাহা তারস্বরে সমর্থন পর্যন্ত করেন, তাঁহারাই আবার ''যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'' ('যে কোন উপায়েই বাস্তব-সত্যবস্তু কৃষ্ণে মানব চিত্ত-বিত্ত নিয়োগ করিবেন বা করাইবেন'),---এই কথাটী উচ্চারিত হইবামাত্র বা তদনুসারে বাস্তব-সত্যোপাসকের আচারানুষ্ঠান-দর্শনমাত্র 'সুনীতি লঙ্ঘিত হইল' বলিয়া উচ্চ-চিৎকারের সহিত লাফাইয়া উঠিয়া নিজের দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।।

চিত্তের কথা,---মনের উদ্দেশ্য।।৯৩।।

অনন্ত,---এস্থলে শ্রীশেষ-সঙ্কর্ষণ; অথবা 'সংখ্যাত' (পরবর্তী ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।।৯৫।।

প্রাকৃত-লোকের,---সাধারণ গৃহস্থের।

প্রভুর বিবাহে যে-পরিমাণ মালা-চন্দন, পান-সুপারি প্রভৃতি মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল, তাহা দ্বারাও সাধারণতঃ পাঁচটী বিবাহের উপযুক্ত মাল্য-চন্দন, তাম্বূল-গুবাকাদির প্রয়োজন নির্বাহিত বা সম্পাদিত হইতে পারিত।।৯৭।।

লক্ষেশ্বর,---লক্ষমুদ্রার অধিকারী।।৯৯।।

অধিবাস ও গন্ধস্পর্শ,---(শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টগোস্বামি-কৃত 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'য়)---'অনন্তর অধিবাসের কৃত্য লিখিত হইতেছে। গোধূলি-সময়ে, তদ্ভাবে প্রাতঃকালে, অধিবাস-দ্রব্য আনয়ন করিয়া যথাক্রমে অধিবাস করাইবে। অধিবাস-দ্রব্য, যথা---গঙ্গা-মৃত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, গোরোচনা, সরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ। তৎপর সুগন্ধি গন্ধ-চূর্ণাদি হরিদ্রাক্ত-বসন, সূত্র, চামর, অভিনন্দনের চাদর যোজনা করিবে। অতঃপর গঙ্গা-মৃত্তিকা-দ্বারা মন্ত্র পঠনপূর্বক 'শুভগন্ধাধিবাস হউক' বলিয়া প্রথমে শ্রীবিষ্ণুর পরে বর ও কন্যার অধিবাস করিতে হইবে। সর্বত্রই এইরূপ। তদনন্তর গঙ্গাদি-দ্বারা মন্ত্র পাঠ করিয়া বন্দন করাইবে। পরে মন্ত্র-দ্বারা সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া চারিটী, পাঁচটী বা সাতটী প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া নির্মঞ্ছন করিবে। এই বিধি-অনুসারে বর ও কন্যার অধিবাস করাইবে।।'১০১।।

ঈশ্বররে,---মহাপ্রভু গৌরসুন্দরকে।।১০৩।।

লোকাচার,---লৌকিক বা কুল-ক্রমাগত ব্যবহারিক প্রথা বা অনুষ্ঠান,---যাহা বৈদিকমন্ত্র-পূত নহে।।১০৮।।

নান্দীমুখ-কর্ম,---নান্দী (স্তুতি, সৌভাগ্য) + মুখ (প্রধান, অথবা, নান্দী (শুভ) + মুখ (প্রারম্ভ); 'নান্দীমুখ'-শব্দে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধভুক্ (১) ছয়জন পিতৃগণ, যথা---পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং (২) ছয়জন মাতৃগণ, যথা---মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী এবং পিতামহী, প্রপিতামহী। ইঁহাদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে যে বৃদ্ধি-

গৃহের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র মাঙ্গলিক দ্রব্য সংরক্ষণ—

পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দধি, দীপ, আম্র-সার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার।।১১২।।

বিচিত্র ধ্বজা-উড্ডয়ন, কদলীবৃক্ষ রোপণ ও আম্রপল্লব-বন্ধন—

চতুর্দিকে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলী রোপিয়া বান্ধিলেন আম্র-শাখা।।১১৩।।

গৌরপ্রীত্যর্থে সাধ্বীগণের সহিত শচীমাতার লৌকিকাচার-সম্পাদন—

তবে আই পতিব্রতাগণ লই' সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে।।১১৪।।

গঙ্গা পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শচীমাতার স্বীয়পুত্র বিশ্বম্ভর-হিতার্থ লোকাচার-সম্পাদন—

আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে।
তবে বাদ্য-বাজনে গেলেন ষষ্ঠী-স্থানে।।১১৫।।
ষষ্ঠী পূজি' তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে।।১১৬।।

সাধ্বীগণের সন্তোষ বিধান—

তবে খই, কলা, তৈল, তাম্বূল, সিন্দূরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে।।১১৭।।

ঈশ্বরের বিবাহে বিবিধ সেবোপকরণনিচয়ের অনন্ত-স্বরূপত্ব এবং মুক্তহস্তে শচীর তদ্‌বিতরণ—

ঈশ্বর-প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সবারে দেন বার পাঁচ-সাত।।১১৮।।

শচীগৃহে শুভবিবাহ-কার্যে সমাগত সমস্ত সধবাগণের অভীষ্টপূরণ—

তৈলে স্নান করিলেন সর্ব-নারীগণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে মনে।।১১৯।।

গৌর-নারায়ণের গৃহের ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মীর জননীরও স্বগৃহে তদ্রূপ গৌরপ্রীত্যর্থ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি-সম্পাদন—

এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে।।১২০।।

সনাতন মিশ্রের হর্ষভরে স্বীয় জীবন সর্বস্ব কন্যা-সম্প্রদানে আনন্দাতিশয্য—

শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্বস্ব নিক্ষেপ করি' মহানন্দে ভাসে।।১২১।।

বিবাহের পূর্বে যথাশাস্ত্র প্রাথমিক কৃত্যাদি-সমাপনান্তে প্রভুর কিছু অবকাশ-লাভ—

সর্ব-বিধিকর্ম করি' শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর।।১২২।।

শ্রাদ্ধ, তাহাই 'নান্দীমুখ-কর্ম'। শুভকর্মাদির প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক বৃদ্ধি বা পার্বণ-শ্রাদ্ধ। (স্মৃতিকার)—'পিতৄন্ নান্দীমুখান্নাম তর্পয়েদ্-বিধিপূর্বকম্' এবং 'কন্যা-পুত্র-বিবাহে চ প্রবেশে নববেশ্মনঃ। নামকর্মাণি বালানাং চূড়াকর্মাদিকে তথা। সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখ-দর্শনে। নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী।।' ইত্যাদি।

কিন্তু বৈষ্ণব-স্মৃতিকার শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু 'সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা'য় লিখিয়াছেন,—নামাপরাধ-ভয়ে নান্দীমুখ (বৃদ্ধি)-শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক গুরুপূজনানন্তর বৈষ্ণব ও বিপ্রগণকে যথাশক্তি সহজভাবে অন্ন-বস্ত্রাদি প্রদান করিবে, তাহা হইলেই পিতৃগণের সংতৃপ্তি হইবে।।'১১০।।

মঙ্গল,—মঙ্গল-রব।।১১১।।

ষষ্ঠী,—আদি ৪র্থ অঃ ১৯শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।১১৫।।

বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে—আত্মীয় স্বজনগণের গৃহে-গৃহে।।১১৬।।

সর্বস্ব নিক্ষেপ করি',—সকল সম্পত্তি ব্যয় করিয়া, অথবা স্বীয় হৃদয়-সর্বস্ব প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে মনে মনে গৌরসুন্দরের হস্তে সমর্পণ করিয়া।।১২১।।

সর্ব-বিধি-কর্ম, স্মৃতি-বিহিত সমস্ত কর্ম।।১২২।।

রম্ভা-মঞ্জরী,—নবোদ্গত কদলী-পত্র, 'কলার মাজ'।।১৩১।।

বিপ্রগণকে অশনবসন-দ্বারা সন্তোষণ—

তবে সব-ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য-বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম-নম্র হৈয়া।।১২৩।।

সকলকেই যথোচিত সম্মান—

যে যেমত পাত্র, যা'র যোগ্য যেন দান।
সেইমত করিলেন সবারে সম্মান।।১২৪।।

বিপ্রগণের বিশ্বম্ভরকে আশীর্বাদান্তে মধ্যাহ্ন-ভোজনার্থ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ—

মহা-প্রীতে আশীর্বাদ করি' বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন।।১২৫।।

অপরাহ্নে বরোচিত-বেশে প্রভুর ভূষণ সম্পাদন—

অপরাহ্ন বেলা আসি' লাগিল হইতে।
সবাই প্রভুর বেশ লাগিলা করিতে।।১২৬।।

প্রভুর বেশভূষা-বর্ণন—

চন্দনে লেপিত করি' সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্বত্র দিলেন তথি গন্ধ।।১২৭।।
অর্ধচন্দ্রাকৃতি করি' ললাটে চন্দন।
তথি-মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন।।১২৮।।
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধিমালায় পূর্ণ হৈল কলেবর।।১২৯।।
দিব্য সূক্ষ্মপীতবস্ত্র, ত্রিকচ্ছ-বিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে।।১৩০।।
ধান্য, দূর্বা, সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভা মঞ্জরী দর্পণ।।১৩১।।
সুবর্ণকুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে দোলে।
নানা-রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মূলে।।১৩২।।

প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তদুচিত ভূষণ দ্বারা শোভা-সম্পাদন—

এইমতে যে-যে-শোভা করে যে-যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সবে করিলেন রঙ্গে।।১৩৩।।

ভগবানের ভুবন-মোহন-রূপ দর্শনে সকলের মোহ ও আত্মবিস্মৃতি—

ঈশ্বরের মূর্তি দেখি' যত নর-নারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা' পাসরি'।। ১৩৪।।

গোধূলি-লগ্নেই কন্যাগৃহে বরের বিবাহার্থ শুভবিজয় উদ্‌যোগ—

প্রহরেক বেলা আছে, হেনই সময়।
সবেই বলেন,—"শুভ করাহ বিজয়।।১৩৫।।

গোধূলি-কালের পূর্ব পর্যন্ত নবদ্বীপ ভ্রমণান্তে গোধূলির প্রাক্কালে ভাবিশ্বশুরগৃহে প্রভুর উপস্থিতি-প্রস্তাব—

প্রহরেক সর্ব-নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা-গৃহে যাইবেন গোধূলি করিয়া।।"১৩৬।।

বুদ্ধিমন্ত খানের বর-দোলানয়ন—

তবে দিব্য দোলা করি' বুদ্ধিমন্ত-খান।
হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান।।১৩৭।।

তৎকালে মহতী বাদ্যগীতধ্বনি ও বেদধ্বনি—

বাদ্য-গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল।।১৩৮।।

ভট্টগণের স্তুতিপাঠ, সর্বত্র পরমানন্দের মূর্তি-পরিগ্রহ—

ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্বদিকে হইল আনন্দ-অবতার।।১৩৯।।

মাতৃ-প্রদক্ষিণ ও বিপ্রগণ-প্রণামান্তে প্রভুর বর-দোলারোহণ, চতুর্দিকে মঙ্গলধ্বনি—

তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি'।
বিপ্রগণে নমস্করি' বহু মান্য করি'।।১৪০।।
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্বদিকে উঠিল মঙ্গল জয়-জয়।।১৪১।।

স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি, সর্বত্র মঙ্গলরব—

নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভধ্বনি বিনা কোনদিকে নাহি আর।।১৪২।।

শ্রুতিমূলে,—কাণের গোড়ায়।।১৩২।।

ঘটনা করিলেন,—সংযুক্ত, রচিত, শোভিত, সম্মিলিত বা বিন্যস্ত করিলেন।।১৩৩।।

গোধূলি,—আদি ১০ম অঃ ৯১ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।১৩৬।।

গঙ্গাতীর দিয়া বর-যাত্রা—

প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে।
অর্ধচন্দ্র দেখিলেন শিরের উপরে।।১৪৩।।

বর-যাত্রা শোভা-বর্ণন; অসংখ্য প্রদীপ-প্রজ্বালন ও অগ্নিক্রীড়া—

সহস্র-সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে।।১৪৪।।

অগ্রে অগ্রে পাইক ও গোমস্তাগণের গমন—

আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত-খাঁর।
চলিলা দুইসারি হই' যত পাটোয়ার।।১৪৫।।

তৎপশ্চাৎ বিচিত্র নিশানধারী ও ভাঁড়গণের গমন—

নানা-বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক-সকল চলিলা নানা-কাচে।।১৪৬।।

বহু নর্তকদলের গমন—

নর্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম-উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি' যায়।।১৪৭।।

বিবিধ বাদ্যযন্ত্র-বাদন—

জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল।
পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল।।১৪৮।।
বরঙ্গ, শিঙ্গা, পঞ্চশব্দী-বাদ্য বাজে যত।
কে লিখিবে,—বাদ্যভাণ্ড বাজি' যায় কত?১৪৯।।

শিশুগণের বাদ্যের তালে-তালে নৃত্য-দর্শনে প্রভুর হাস্য—

লক্ষ-লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি' যায়, দেখি' হাসেন ঈশ্বরে।।১৫০।।

কেবল শিশুগণ নহে, প্রবীণগণেরও নৃত্য—

সে মহা-কৌতুক দেখি' শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান্ সবে লজ্জা ছাড়ি' নাচি' যায়।।১৫১।।

গঙ্গাতীরে আসিয়া বরানুগামী গায়ক, নর্তক, বাদ্যকরগণের গান ও নৃত্যাদি—

প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ।
করিলেন নৃত্য, গীত, আনন্দ-বাজন।।১৫২।।

গঙ্গা-প্রণামান্তে বরযাত্রিগণের নবদ্বীপ-ভ্রমণ—

তবে পুষ্পবৃষ্টি করি' গঙ্গা নমস্করি'।
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব-নবদ্বীপপুরী।।১৫৩।।

অলৌকিক বিরাট্ বরযাত্রা দর্শনে সকলের মহা-বিস্ময়—

দেখি' অতি-অমানুষী বিবাহ-সম্ভার।
সর্বলোক-চিত্তে মহা পায় চমৎকার।।১৫৪।।

অভূতপূর্ব বরযাত্রা-শোভা—

"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি"—লোকে বলে।
"এমত সমৃদ্ধি নাহি দেখি কোন-কালে।।"১৫৫।।

বর-বেষী প্রভুর দর্শন লাভে নরনারীগণের মহানন্দ—

এইমত স্ত্রী-পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে দেখি' সুকৃতি নদীয়া।।১৫৬।।

ভুবনমোহন গৌরকে জামাতৃরূপে অপ্রাপ্তিতে কেবলমাত্র সুন্দরদুহিতৃক পিতৃগণেরই ক্ষোভ—

সবে যা'র রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেইসব বিপ্র সবে বিমরিষ করে।।১৫৭।।

উপস্থান করিলেন,—(দিব্য দোলা) উপস্থাপিত করিলেন অর্থাৎ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।।১৩৭।।

অর্ধচন্দ্র,—পাঠান্তরে পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণিমা-রজনীর সন্ধ্যাকালে চন্দ্র পূর্বদিকে থাকে, শিরের উপর থাকে না। শুক্লা অষ্টমী হইতে দশমী ও একাদশী পর্যন্ত সন্ধ্যাকালে অর্ধচন্দ্র মস্তকোপরি দৃষ্ট হয়। সুতরাং এস্থলে 'পূর্ণচন্দ্র'-পাঠটি সঙ্গত নহে।।১৪৩।।

সারি,—[সংস্কৃত সৃ-ধাতু + ণিচ্ সারি (গমন করান) + (সংজ্ঞার্থে) ই], পংক্তি, শ্রেণী।

পাটোয়ার,—(পটু বার), নিজ-প্রভুর সাংসারিক কার্যাদি-নির্বাহে যাহার পটুতা আছে, (প্রাচীন বাংলায়) হিসাব-রক্ষক, কর-সংগ্রাহক নিম্ন কর্মচারী, চলিত-ভাষায় 'গোমস্তা'।।১৪৫।।

বিদূষক,—[বি—দূষ্ (বিকৃতি জন্মান + ণিচ্ দুষি + অক], রঙ্গব্যঙ্গককারী, কৌতুকী, 'মস্করা'।।১৪৬।।

বাদে,—বিবাদে, অতএব পরস্পর প্রতিযোগিতা মূলে।।১৬২।।

অদ্বিতীয়-রূপগুণশালী প্রভুকে স্ব-স্ব-কন্যার বররূপে প্রাপ্তির অভাবে তাঁহাদের স্বীয় অদৃষ্ট-ধিক্কার—

"হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাঙ দিতে।
আপনার ভাগ্য নাহি, হইবে কেমতে?"১৫৮।।

স্বাভীষ্টদেব গৌরনারায়ণের বরবেষ-দর্শন-সৌভাগ্যবন্ত নবদ্বীপ-বাসিগণের চরণে মহাভাগবত গ্রন্থকারের প্রণাম—

নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবার শক্তি যা'র।।১৫৯।।

প্রভুর সমগ্র-নবদ্বীপে প্রতি-পল্লীতে ভ্রমণ—

এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব-নবদ্বীপপুরে।।১৬০।।

গোধূলি-কালে বরযাত্রীর কন্যা-গৃহে আগমন—

গোধূলী-সময় আসি' প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে।।১৬১।।

মহাহুলুধ্বনি এবং পরস্পর জিগীষু হইয়া বর ও কন্যাপক্ষীয় বাদ্যকরগণের বাদন—

মহা-জয়জয়কার লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে।।১৬২।।

বরকে সনাতন মিশ্রের অভ্যর্থনা—

পরম-সম্ভ্রমে রাজপণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হইতে কোলে করি' বসাইলা লৈয়া।।১৬৩।।

বররূপ-দর্শনে তাঁহার বহিঃস্মৃতি-লোপ—

পুষ্পবৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে।।১৬৪।।

বরণ-দ্রব্যদ্বারা তাঁহার জামাতৃ-বরণ—

তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া।।১৬৫।।

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার।
যথা-বিধি দিয়া কৈলা বরণ-ব্যভার।।১৬৬।।

শ্বশ্রূদেবীরও তৎকালে জামাতৃ-বরণ—

তবে তা'ন পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গল-বিধান আসি' লাগিলা করিতে।।১৬৭।।

তৎকালে জামাতাকে আশীর্বাদ ও অভিনন্দন-রীতি—

ধান্য-দূর্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিলা সপ্ত-ঘৃতের প্রদীপে।।১৬৮।।

উলুধ্বনি ও লৌকিকাচার-সম্পাদন—

খই কড়ি ফেলি' করিলেন জয়কার।
এইমত যত কিছু করি' লোকাচার।।১৬৯।।

নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া আসনারূঢ়া মহালক্ষ্মীকে উত্তোলনপূর্বক বিবাহস্থলে আনয়ন—

তবে সর্ব-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
লক্ষ্মী-দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া।।১৭০।।

আসনারূঢ় গৌরনারায়ণকেও উত্তোলন—

তবে হর্ষে প্রভুর সকল-আপ্তগণে।
প্রভুরেহ তুলিলেন ধরিয়া আসনে।।১৭১।।

পর্দার বাহিরে মহালক্ষ্মীর স্বীয় কান্ত গৌর-নারায়ণকে সপ্তবার প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম—

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে।।১৭২।।
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার।।১৭৩।।

স্ত্রী-আচার ও বাদন—

তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে।।১৭৪।।

দোলা,—(প্রাদেশিক), দোল, চতুর্দোল, শিবিকাবিশেষ।।১৬৩।।

হর্ষে দেহ নাহি জানে,—হর্ষভরে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন।।১৬৪।।

বরণ,—[বৃ (আবরণ করা) + অনট করণে], দেবপূজা ও বিবাহাদি-কালে অভ্যর্থনার্থ মন্ত্র।।১৬৫।।

পাদ্য,—পাদপ্রক্ষালনার্থ জল।

নরনারীর মঙ্গলধ্বনি, সর্বত্র আনন্দ সমাবেশ-হেতু আনন্দের মূর্তি-পরিগ্রহানুমান—

চতুর্দিকে স্ত্রী-পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি।।১৭৫।।

গৌর-নারায়ণ-পদে মহালক্ষ্মীর আত্মনিবেদন ও বন্দন—

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে।।১৭৬।।

স্বীয়কান্তা মহালক্ষ্মীর গলদেশে গৌর-নারায়ণের মালা-প্রত্যর্পণ—

তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া।।১৭৭।।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর পরস্পর-প্রতি পুষ্প নিক্ষেপ—

তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি।
করিতে লাগিলা হই মহা-কুতূহলী।।১৭৮।।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর সেবা-গ্রহণ-প্রদান-লীলা-বৈচিত্র্য-দর্শনে দেবগণেরও সেবানন্দ—

ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিতরূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে।।১৭৯।।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উভয়পক্ষীয়গণের পরস্পর প্রণয়-জিগীষা—

আনন্দ-বিবাদ লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে।
উচ্চ করি বর-কন্যা তোলে হর্ষ মনে।।১৮০।।

উভয়পক্ষীয়গণের জয়-পরাজয়রূপ প্রণয়-বৈচিত্র্য—

ক্ষণে জিনে' প্রভু-গণে, ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি' হাসি' প্রভুরে বোলয় সর্বজনে।।১৮১।।

তদ্দর্শনে প্রভুর ভুবনমোহন হাস্য; সকলের অলৌকিক সুখ—

ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি'সর্বলোক ভাসে পরানন্দ-সুখে।।১৮২।।

মশালাদি প্রজ্বালন ও বাদ্য-বাদন—

সহস্র সহস্র মহাতাপ-দীপ জ্বলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে।।১৮৩।।

মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টি-কালে উচ্চতম বাদ্য-ধ্বনি—

মুখচন্দ্রিকার মহা-বাদ্য-জয়-ধ্বনি।
সকল-ব্রহ্মাণ্ডে পশিলেক,—হেন শুনি।।১৮৪।।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উপবেশন—

হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি' রঙ্গে।
বসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মী-সঙ্গে।।১৮৫।।

সনাতন মিশ্রের কন্যা-সম্প্রদানারম্ভ—

তবে রাজপণ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে।।১৮৬।।

গৌরনারায়ণকে মহালক্ষ্মী-সম্প্রদানার্থ সঙ্কল্প-মন্ত্রপাঠ—

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় যথা-বিধিমতে।
ক্রিয়া করি' লাগিলেন সঙ্কল্প করিতে।।১৮৭।।

অর্ঘ্য,—হস্তে দেয় পূজা-সামগ্রী-বিশেষ; কাশীখণ্ডে—)
'আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্।
যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যঃ প্রকীর্তিতঃ।।'
আচমনীয়—মুখ-প্রক্ষালনার্থ আচমনের জল;
'উদকং দীয়তে যত্তু প্রসন্নং ফেনবর্জিতম্।
আচমনীয়-দেবেভ্যস্তদাচমনমুচ্যতে।।'১৬৬।।
আদি ১০ম অঃ ৯৪-৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।১৭০-১৭৮।।

অন্তঃপট,—বিবাহ-কালে বরকে যে বস্ত্রখণ্ড-দ্বারা আবৃত রাখা হয়, পর্দা।।১৭২।।

শ্রীগৌর-নারায়ণ ও মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর, পরস্পরের প্রতি পুষ্প-মাল্য-নিক্ষেপ-মুখে অলৌকিক ভাবে সেবা-গ্রহণ ও সেবা-প্রদান-লীলা দর্শন করিতে করিতে ব্রহ্মাদি বিষ্ণুভক্ত দেবগণ লোক-লোচনের অদৃশ্য থাকিয়া পরমানন্দভরে পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।।১৭৯।।

আনন্দ-বিবাদে,—পরস্পর আনন্দমূলক প্রতিযোগিতায়।

বিষ্ণু-পরতত্ত্ব শ্রীগৌর-প্রীত্যর্থ তাঁহাকে স্বকন্যা মহালক্ষ্মী সম্প্রদান—

বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি' শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা।।১৮৮।।

কন্যা ও জামাতাকে বহু যৌতুক-দান—

তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস।।১৮৯।।

কুশণ্ডিকা ও লাজ-হোমাদি-সম্পাদন—

লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম করিতে লাগিলা তবে শেষে।।১৯০।।

গৌরপ্রীত্যর্থ বৈদিক-লৌকিক-আচারান্তে বাসর-গৃহে নব দম্পতিকে আনয়ন—

বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি' বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে।।১৯১।।

গৌর-নারায়ণ ও বিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মীর অবস্থান-হেতু সাক্ষাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বৈকুণ্ঠধাম সনাতন-ভবনে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর ভোজন—

বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত-আবাসে।
ভোজন করিতে যাই' বসিলেন শেষে।।১৯২।।

শুভরাত্রিতে বাসর-গৃহে ঈশ্বর-দম্পতির পুষ্প-শয্যা—

ভোজন করিয়া সুখে রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতূহলে।।১৯৩।।

সগোষ্ঠী রাজপণ্ডিতের অপ্রাকৃত আনন্দ—

সনাতন-পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল, তাহা কে পারে কহিতে?১৯৪।।

গৌরকান্তা বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা রাজপণ্ডিত—কৃষ্ণের দ্বাপরীয় শ্বশুরগণেরই অভিন্ন-কলেবর—

নগ্নজিৎ, জনক, ভীষ্মক, জাম্বুবন্ত।
পূর্বে তাঁ'রা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত।।১৯৫।।

প্রাক্তন বিষ্ণুপূজা-জনিত সুকৃতিপুঞ্জফলে সনাতন মিশ্রের গৌরনারায়ণকে জামাতৃরূপে লাভ—

সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব-বিষ্ণুসেবার কারণ।।১৯৬।।

গৌরপ্রীত্যর্থ লৌকিকাচার-সম্পাদন—

তবে রাত্রি-প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্বভুবনের সার।।১৯৭।।

লক্ষ্মীগণ,—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পক্ষীয় জনপণ।

প্রভুগণ,—বিশ্বম্ভরের পক্ষীয় জনগণ।।১৮১।।

মহাতাপ-দীপ,—(ফারসি-শব্দ 'মহ্ত্াব' হইতে), রঙ্ মশাল, মশাল, রোশ্নাই।।১৮৩।।

শ্রীমুখচন্দ্রিকা,—বর-কন্যার পরস্পর শুভদৃষ্টি; আদি, ১০ম অঃ ১০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।১৮৪।।

নগ্নজিৎ, অযোধ্যাধিপতি পরম-ধার্মিক জনৈক ক্ষত্রিয়-নৃপতি। শ্রীকৃষ্ণমহিষী 'সত্যা' ইঁহারই প্রিয়তমা কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া পিতৃনামানুসারে 'নাগ্নজিতী'-নামেও প্রসিদ্ধা ছিলেন। নগ্নজিতের প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, সুদুর্দ্ধর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিপুরুষের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করিতে অসমর্থ দুর্বৃত্ত সাতটী অমিত-বল বৃষকে অনায়াসে দমন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী সত্যা বা নীলা-দেবীকে যথাবিধি পরিগ্রহ করিলেন।

ভাঃ ১০।৫৮।৩২-৫৫ শ্লোক এবং মহা ভাঃ বনপর্বান্তর্গত ঘোষযাত্রা-পর্বে কর্ণদিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে ২৫৩ অঃ ২১ শ্লোকে নগ্নজিতের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

জনক,—বিদেহ বা মিথিলার অধিপতি হ্রস্বরোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র, অপর নাম—'সীরধ্বজ'। পুত্রলাভার্থ যজ্ঞভূমির কর্ষণকালে লাঙ্গলপদ্ধতির অগ্রভাগে একটী অযোনি-সম্ভবা কন্যা লাভ করেন বলিয়া ইনি 'সীরধ্বজ' এবং কন্যাটী 'সীতা'-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার ঔরসজাত কন্যাটীর নাম—ঊর্মিলা এবং অনুজের নাম—'কুশধ্বজ'।

পূর্বে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসান্তে ভগবান্ হর ইহারই পূর্বপুরুষ দেবরাজের হস্তে স্বীয় ধনু ন্যাসরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। স্বীয় অযোনিসম্ভবা পালিতা কন্যা ভগবতী সীতাদেবীকে তদীয় যোগ্য কোন বীরশ্রেষ্ঠ বরের হস্তে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে বীর্যশুল্কা (অর্থাৎ যিনি অমিতবীর্যবলে পূর্বোক্ত হরধনুতে জ্যা রোপণ করিতে পারিবেন, তিনিই এই কন্যারত্নকে

অপরাহ্ণে ঈশ্বর-দম্পতির শচীগৃহে যাত্রা, বাদ্য-গীতধ্বনি—

অপরাহ্ণে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য, গীত, নৃত্য হৈতে লাগিল বিশাল।।১৯৮।।

স্ত্রীগণের হুলুধ্বনি—

চতুর্দিকে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণ জয়কার লাগিলেন দিতে।।১৯৯।।

বিপ্রগণের নব দম্পতিকে আশীর্বাদ—

বিপ্রগণ আশীর্বাদ লাগিলা করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সবে লাগিলা পড়িতে।।২০০।।

পরস্পর-জিগীষু হইয়া বাদ্যকৃদ্‌গণের বিবিধ বাদ্য-বাদন—

ঢাক, পটহ, সানাঞি, বড়ঙ্গ, করতাল।
অন্যোঽন্যে বাদ করি' বাজায় বিশাল।।২০১।।

পত্নীরূপে লাভ করিবেন, এরূপ পণে আবদ্ধা) করিয়া রাখিলেন। কিন্তু সীতাদেবীর পাণিগ্রহণার্থ নানা-দেশের ক্ষত্রিয়-রাজগণ মিথিলায় আগমন করিয়া সেই হরধনুতে জ্যা-রোপণ দূরে থাকুক, তাহা উত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্রদ্বয় ভগবান্ রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া রাজর্ষি জনকের যজ্ঞভূমিতে সমাগত হইয়া পরদিবস বিদেহরাজ জনকের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ও জনক-রাজের নির্দেশানুসারে অসংখ্য দর্শকের সমক্ষে অবলীলাক্রমে সেই সুমহৎ হরধনুতে জ্যা-রোপণপূর্বক ভীষণ-শব্দে মধ্যভাগে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়া পরে যথাবিধি স্বীয় মহালক্ষ্মী শ্রীমতী সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

ভাঃ ৯।১৩।১৮, বিষ্ণু পুঃ ৪র্থ অং ৫ম অঃ ১২, মহা ভাঃ বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদী-হরণ-পর্বে ২৭৩ অঃ ৯, সভাপর্বে ৮ম অঃ ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইঁহার অষ্টাবক্র মুনির সহিত সংলাপ,—বনপর্বে ১৩২-১৩৪ অঃ; পঞ্চশিখ-মুনির সহিত আধ্যাত্মবিষয়ে সংলাপ,—শান্তিপর্বে ২২১ ও ৩২৪ অঃ; ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন-সম্বন্ধে অবশ্যকর্তব্যতা-বিষয়ে নিজপত্নীর সহিত সংলাপ,—শান্তিপর্বে ১৮ অঃ; অশ্ম-নামক ব্রাহ্মণের সহিত সংলাপ,—শান্তিপর্বে ২৭ অঃ; নিজযোদ্ধবর্গকে স্বর্গ-নরক-প্রদর্শন,—শান্তিপর্বে ৯৯ অঃ; মিথিলার দাহসত্ত্বেও ইঁহার অবিকৃত চিত্তত্ব শান্তিপর্বে ২২৩ অঃ; তৎসমীপে শ্রীশুকদেবের আগমন ও পরস্পর সংলাপ,—শান্তিপর্বে ৩৩৩ অঃ; মাণ্ডব্যমুনির সহিত সংলাপ,—শান্তিপর্বে ২৯৬; যাজ্ঞবল্ক্যমুনির সহিত ভূতসৃষ্টিবিষয়ে সংলাপ,—শান্তিপর্বে ৩১৫-৩২৩ অঃ প্রভৃতি আখ্যান ও তথ্য দ্রষ্টব্য।

ইঁহার বংশ-বিবরণ, ভাঃ ৯।১৩ অঃ; বিষ্ণুপুঃ ৪র্থ অং ৫ম অঃ এবং বায়ু পুঃ ৮৯ অঃ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকি-কৃত রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৩১ সঃ ৬-১৩, ৪৭ সঃ ১৯, ৪৮ সঃ ১০, ৫০ সঃ, ৬৫ সঃ ৩১-৪৯, ৬৬ সঃ ৭০ সঃ ১৯ ও ৪৫, ৭১ সঃ—৭২ সঃ ১৮, ৭৩ সঃ ১০-৩৬, ৭৪ সঃ ১-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভীষ্মক,—বিদর্ভ নগর বা কুণ্ডিন-দেশাধিপতি; তাঁহার রুক্মী, রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী—এই পঞ্চপুত্র এবং সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী রুক্মিণী-নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। লোক-মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলার প্রশংসা-শ্রবণে রুক্মিণীদেবী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও রুক্মিণীদেবীকে নিজসদৃশী ভার্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু দুর্মতি রুক্মী শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বিদ্বেষী ছিল বলিয়া সে চেদিরাজ দমঘোষ-তনয় শিশুপালকেই ভগিনীর বর বলিয়া স্থির করিল। ইহা অবগত হইয়া রুক্মিণী নিতান্ত বিষণ্ণা হইয়া বিবাহের পূর্বদিবস শ্রীকৃষ্ণের সমীপে পত্রী-সহ এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীর পত্রী প্রদান ও নিবেদন জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রিতেই দ্রুতগামি অশ্ব-যোজিত-রথে বিদর্ভে উপস্থিত হইলেন এবং রুক্মিণীকে স্বীয় অঙ্গীকার ও আশ্বাস-বাণী-জ্ঞাপনার্থ ব্রাহ্মণকে তৎসমীপে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণের একাকী বিদর্ভ গমন-শ্রবণে তৎপশ্চাৎ বলরামও বহু যাদবসৈন্য-সমভিব্যহারে বিদর্ভনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালও রামকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাশঙ্কায় শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, পৌণ্ড্রক ও বিদূরথাদি স্বপক্ষীয় রাজগণের সহিত বিদর্ভনগরে আগমন করিলেন। এদিকে কুণ্ডিনপতি ভীষ্মক পুত্র রুক্মীর প্রতি স্নেহ-বশতঃ শিশুপালকেই স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত বিরাট্ আয়োজন করিলেন। বিবাহ-দিবসে অম্বিকা-মন্দিরে দেবীর পূজনান্তে বিদর্ভনন্দিনী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধীরে ধীরে আগমন করিয়া রথে আরোহণ করিবার উপক্রম করিবামাত্র

যথোচিত অভিবাদনান্তে গৌরের বিষ্ণুপ্রিয়াজী-সহ স্বগৃহ গমনার্থ শিবিকারোহণ—

তবে প্রভু নমস্করি' সর্ব-মান্যগণ।
লক্ষ্মী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ।।২০২।।

মঙ্গল-হরিধ্বনি-পূর্বক দ্বিজরাজ গৌর-সঙ্গে বরপক্ষীয়গণের যাত্রা—

'হরি হরি বলি' সবে করি' জয়ধ্বনি।
চলিলেন লৈয়া তবে দ্বিজ-কুলমণি।।২০৩।।

পথিমধ্যে দর্শকগণের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন—

পথে যত লোক দেখে, চলিয়া আসিতে।
'ধন্যধন্য' সবেই প্রশংসে বহুমতে।।২০৪।।

বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরকে পতিরূপে লাভ-দর্শনে স্ত্রীগণের তদীয় ভাগ্য-প্রশংসা—

স্ত্রীগণ দেখিয়া বলে,—"এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্বতী।।২০৫।।

অপ্রাকৃত ঈশ্বর-দম্পতি-দর্শনে সুভগা নারীগণের তদুপমা-বর্ণন—

কেহ বলে,—"এই হেন বুঝি হর-গৌরী।।"
কেহ বলে,—"হেন বুঝি কমলা- শ্রীহরি।।"২০৬।।
কেহ বলে,—"এই দুই কামদেব-রতি।"
কেহ বলে,—"ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি।।"২০৭।।
কেহ বলে,—"হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এইমত বলে যত সুকৃতি-বনিতা।।২০৮।।

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুরাজগণের সমক্ষে শ্রীরুক্মিণীকে, শৃগালগণের মধ্য হইতে স্বীয় ভাগহারী সিংহের ন্যায়, হরণ করিয়া বলদেবের সহযোগে সম্মুখ-যুদ্ধে যুযুৎসু শিশুপাল-জরাসন্ধাদি সমস্ত রাজগণের সম্পূর্ণ পরাজয় সাধনপূর্বক দ্বারকায় আসিয়া যথাবিধি মহালক্ষ্মীকে বিবাহ করিলেন।

ভাঃ ১০ম স্কঃ—৫২ অঃ ১৬-২৬; ৫৩ অঃ ৭-২১, ৩২-৩৮, ৫৫, ৫৭; ৫৪ অঃ ১-৫৩; ৬১ অঃ ২০-৪০ শ্লোক; মহা ভাঃ সভাপর্বে—৪র্থ অঃ ৩৭ ও ৩২ অঃ ১৩ শ্লোক; বিষ্ণুপুঃ ৫ম অং—২৬ অঃ ও ২৮ অঃ ৬-২৮ শ্লোক, হরিবংশে ২।১০৩ অঃ—১১৮ অঃ দ্রষ্টব্য।

জাম্ববান্,—কিষ্কিন্ধ্যা-পতি বানর-সম্রাট্ সুগ্রীবের মন্ত্রি-চতুষ্টয়ের অনত্যম বহুদর্শী শ্রীরামভক্ত ঋক্ষরাজ; পিতামহ ব্রহ্মার জৃম্ভণ-কালে জাত বলিয়া কথিত এবং শ্রীকৃষ্ণমহিষী মহালক্ষ্মী জাম্ববতী-দেবীর পিতা। সাত্বতবংশীয় রাজা সত্রাজিৎ সূর্যের আরাধনা-ফলে তাঁহার নিকট হইতে স্যমন্তক-নামক দিব্যমণিরত্ন লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজ উগ্রসেনের নিমিত্ত তাহা প্রার্থনা করিলে, তিনি কৃষ্ণকে উহা প্রদান করেন নাই। একদা সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন স্বীয় কণ্ঠে ঐ মণিরত্নটী ধারণপূর্বক মৃগয়ায় বহির্গত হইলে এক সিংহ আসিয়া তাঁহাকে বধ করিয়া গিরিগুহায় প্রবেশ করিল। পরে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সেই সিংহকে নিহত করিয়া ঐ মণিটীকে স্বীয় কুমারের ক্রীড়নক করিয়া দিলেন।

এদিকে আপনাকে প্রসেনের নিহন্তৃরূপে লোকের নিকট প্রচারিত-শ্রবণে, স্বীয় অপবাদ-ক্ষালনার্থ শ্রীকৃষ্ণ নাগরিকগণের সহিত প্রসেনের অন্বেষণ করিতে করিতে প্রথমতঃ সিংহ-কর্তৃক নিহত প্রসেনকে, পরে পর্বত-গাত্রে জাম্ববান্-কর্তৃক নিহত সিংহকে দর্শন করিলেন। অনন্তর নাগরিকগণকে পর্বতগুহার বহির্দেশে অবস্থানার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং ঋক্ষরাজের ভয়ানক গুহা-মধ্যে প্রবেশপূর্বক বালকের হস্তে ক্রীড়নকী-কৃত সেই মণিরত্ন দর্শন করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে বালকের ধাত্রী গুহা মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব নরবিগ্রহ-দর্শনে সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল। তচ্ছ্রবণে মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ক্রোধভরে তথায় আগমন করিলেন এবং বিষ্ণু-মায়া-মোহিত হইয়াই স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীরাঘবাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত অষ্টাবিংশতি দিবস পর্যন্ত অহর্নিশ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলেন। অবশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কম্পিত-কলেবরে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানে স্তব করিতে করিতে ভগবৎকৃপা-প্রসাদ-লাভ-ফলে বিগতক্লম হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় উদ্দেশ্য সমস্তই জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ স্যমন্তকমণি-রত্নের সহিত স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন। ভগবান্‌ও দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্বক জাম্ববতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। ভাঃ ১০ম স্ক ৫৬ অঃ ১৪-৩২, বিষ্ণুপুঃ ৪র্থ অঃ ১৩ অঃ ১৮-৩৩, মহা ভাঃ সভা-পর্বে ৫৭ অঃ ২৩, বনপর্বান্তর্গত দ্রৌপদীহরণ-পর্বে ২৭৯ অঃ ২৩,

অপ্রাকৃত ঈশ্বর-দম্পতির বৈভব-দর্শক নবদ্বীপ-বাসিগণের সৌভাগ্য-প্রশংসা—

হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী-পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যা'র।।২০৯।।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর কৃপা-কটাক্ষে নবদ্বীপে সর্ব-শুভোদয়—

লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব লোক হৈল নদীয়াতে।।২১০।।

গীত-বাদ্যাদি-সহ সকলের পথাতিক্রম—

নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম-আনন্দে আইলেন সর্বপথে।।২১১।।

শুভলগ্নে ঈশ্বর-দম্পতির গৃহ-প্রবেশ—

তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল-মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে।।২১২।।

শচীমাতার নববধূ-বরণ—

তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া।।২১৩।।

গৌর-নারায়ণ ও বিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মীর আগমনে জয়ধ্বনি—

গৃহে আসি' বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভুবন।।২১৪।।

তৎকালে অনির্বচনীয় অলৌকিক আনন্দ—

কি আনন্দ হৈল, সে অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন্ জনে করিবে বর্ণন?২১৫।।

পরব্রহ্ম ভগবদ্দর্শনমাত্র জীবের অঘনাশ ও পরমপদ-লাভ—

যাঁহার মূর্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
পাপমুক্ত হই' যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।।২১৬।।

দীনজীবে অপার কৃপাপূর্বক স্বীয় উদ্বাহ-দর্শন-সুখ-প্রদান—

সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ।
তেঞি তা'ন নাম—'দয়াময়' 'দীননাথ'।।২১৭।।

দীনজনকে দ্রব্যার্থবাক্য-দ্বারা প্রভুর দয়া-বিতরণ—

তবে যত নট, ভাট, ভিক্ষুকগণেরে।
তুষিলেন বস্ত্র-ধন-বচনে সবারে।।২১৮।।

আত্মীয়স্বজন বিপ্রগণকে বস্ত্রদান—

বিপ্রগণে, আপ্তগণে, সবারে প্রত্যেকে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে।।২১৯।।

---

২৮২ অঃ ৮ম, ২৮৮ঃ ১৩, ২৮৯ অঃ ৩য় শ্লোক দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত বাল্মীকি-রামায়ণে—কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ৩৯ সঃ ২৬, ৪১ সঃ ২—"পিতামহ-সুতশ্চৈব জাম্ববন্তং মহৌজসম্", ৬৫ সঃ ১০-৩৫, ৬৬ সঃ, ৬৭ সঃ ৩১-৩৫; সুন্দর-কাণ্ডে ৫৮ সঃ ২-৭, ৬০ সঃ ১৪-২০; লঙ্কা-কাণ্ডে ২৭ সঃ ১১-১৪, ৫০ সঃ ৮-১২, ৭৪ সঃ ১৩-৩৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।।১৯৫।।

আদি ১০ম অঃ ১১১—১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।২০৪-২০৯।।

প্রাকৃত স্ত্রী ও পুরুষ-জীবের যে ভোগমূলক 'বিবাহ', তাহা 'বন্ধন'-নামে কথিত; কিন্তু বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণের ভগবতী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীর সহিত সম্মেলনরূপ বিবাহ-লীলা দর্শন করিলে সংসার-পরায়ণ জীবের সংসার-ভোগ-বাসনা বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়-ফলে সংসার মুক্তিলাভ ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে।।২১৬।।

প্রপঞ্চে সংসারভোগ-স্পৃহা-যুক্ত দীন কৃপণ লোকগণকে দিব্যজ্ঞান-প্রদান-দ্বারা তাহাদের সংসারভোগ-বাঞ্ছা বিদূরিত করিয়া স্ব-স্বরূপে বৈকুণ্ঠে উপনীত করাইয়া দেব-দুর্লভ সেবাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্তই লোক-সমক্ষে পরমকরুণ প্রভু স্বীয় অপ্রাকৃত উদ্বাহ-লীলা উদয় করাইলেন। এই জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসী সজ্জন ভক্তবর্গ দৈন্য-ভক্তিভরে প্রভুকে 'অহৈতুক-কৃপাময়', 'অমন্দোদয়া-দয়া-সিন্ধু', 'দীনবন্ধু', প্রভৃতি অসীম-কারুণ্য-সূচক বহুবিধ নামাবলী দ্বারা অভিহিত করিয়া থাকেন।।২১৭।।

লোক-শিক্ষক প্রভুর সর্বোত্তম আদর্শ গৃহস্থরূপে যোগ্য ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য-পুরস্কার ও মান-দান-লীলা দ্রষ্টব্য।।২১৮।।

বুদ্ধিমন্ত খাঁকে প্রভুর কৃপালিঙ্গন ও তাঁহার আনন্দ—

বুদ্ধিমন্ত-খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহান আনন্দ অতি অকথ্য-কথন।।২২০।।

বিষ্ণুতত্ত্বের যাবতীয় লীলারই শ্রুতিকীর্তিত নিত্যত্ব—

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ।।২২১।।

মর্ত্যদৃষ্টিতে স্বল্পকালব্যাপী হইয়াও বিষ্ণুলীলা মাত্রেরই অনন্তকালেও অবর্ণনীয়ত্ব, সুতরাং অনন্তত্ব—

দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে।
শত-বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে,—হেন আছে?২২২।।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দের আজ্ঞা-কৃপা ফলেই গ্রন্থকারের অপ্রাকৃত ভগবল্লীলার দিক্‌প্রদর্শন—

নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা ধরি' শিরে।
সূত্রমাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে।।২২৩।।

গৌরকৃষ্ণলীলা ও তৎকথাময় সাত্বত ভাগবত-শাস্ত্রাদির শ্রবণ-পঠনে গৌরকৃষ্ণ-দাস্য-লাভ—

এ সব ঈশ্বর-লীলা যে পড়ে, যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে।।২২৪।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।২২৫।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয়-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

জীবের বিভিন্ন কর্ম-প্রবৃত্তিকালের অভ্যন্তরে স্তব্ধ হয় বলিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মায়াধীশ শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত-লীলাও মায়াবশ প্রাকৃত-জীবের কর্ম-চেষ্টার সহিত সমান,---এরূপ জ্ঞান নিতান্ত অবৈধ ও অপরাধজনক বলিয়াই বেদশাস্ত্র তারস্বরে মায়াধীশ ভগবান্ ও মায়াবশ জীবের ক্রিয়ার মধ্যে নিত্য ভেদ-কীর্তনপূর্বক ভীষণ মায়াবাদ হইতে সতর্ক করিয়াছেন এবং প্রপঞ্চাতীত গোলোক-ধাম হইতে প্রপঞ্চে নিত্যধাম-পরিকর-সহ ভগবানের (লোক-লোচন-গোচরে) 'অবতার' বা 'আবির্ভাব' এবং প্রপঞ্চাতীত নিত্য অপ্রকট-রাজ্য গোলোক-ধামে নিজ-ধাম-পরিকর-সহ (লোক-লোচনের অগোচরে) 'অন্তর্ধান' বা 'তিরোভাব' প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা সাধারণের প্রাকৃত-জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইতে ভগবল্লীলার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলা--- বস্তুতঃ অখণ্ড ও অপরিচ্ছিন্ন।।২২১।।

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে পঞ্চদশ অধ্যায়।

যোড়শ অধ্যায়

যোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে নবদ্বীপের তাৎকালিক পরমার্থশূন্য অবস্থা, অদ্বৈতাচার্য-সহ হরিদাসের মিলন, হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর অভিযোগ, বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত প্রভৃতি নির্যাতন, হরিদাসের ঐশ্বর্য-দর্শনে যবনাধিপতির বিস্ময় ও অবাধে তাঁহার কৃষ্ণ-কীর্তনে আজ্ঞা-প্রদান, ফুলিয়ায় গুহা-মধ্যে হরিদাসের তিনলক্ষ নাম-গ্রহণ-চেষ্টা, গুহাস্থিত মহানাগের বৃত্তান্ত, ঢঙ্গবিপ্রের অনুকরণচেষ্টা, হরিনদী-গ্রামবাসী উচ্চকীর্তন-বিরোধী বৈষ্ণবাপরাধী ব্রাহ্মণব্রুবের দুর্গতি প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহস্থ ও অধ্যাপক-লীলাভিনয়কালে সমস্ত দেশ পরমার্থশূন্য ছিল। তুচ্ছ ব্যবহার-রসেই সকলের রুচি পরিলক্ষিত হইত। যাঁহারা গীতা-ভাগবতাদি-গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদেরও সর্বশাস্ত্র-তাৎপর্য বিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনের প্রতি আদর ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক শুদ্ধভক্ত নিজেরা মিলিত হইয়া নির্জনে পরস্পর কৃষ্ণকীর্তন করিতেন বলিয়া তাঁহারা সকলের উপহাস, গঞ্জনা ও নির্যাতনের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদের মনোদুঃখ ব্যক্ত করিবার মত কোন মানুষ দেখিতে পাইতেন না। এমন সময়ে, নদীয়ায় ঠাকুর হরিদাসের আগমন হইল।

হরিদাস বূঢ়ন-গ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার কৃপায় সেই সকল স্থানে কীর্তন-প্রচার হইয়াছিল। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার ছলে প্রথমে ফুলিয়ায়, তৎপরে শান্তিপুরে আগমন করিয়া অদ্বৈতাচার্যের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে মত্ত হইলেন। হরিদাস কৃষ্ণনাম-প্রেমে উন্মত্ত ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তের অগ্রগণ্য ছিলেন। ফুলিযার ব্রাহ্মণ-সমাজ হরিদাসের শুদ্ধসাত্ত্বিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এমন সময়, হরিদাসের বিরুদ্ধে যবন মুলুকপতির নিকট মহাপাপী কাজী অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলিলেন যে, হরিদাস যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াও হিন্দুর দেবতার নামের আচার-প্রচার করিতেছেন।

হরিদাসকে মুলুকপতির নিকট লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিলে হরিদাস ঠাকুর নির্ভয়ে যবনাধিপতির নিকটে গমন করিলেন। তথায় হরিদাসের দর্শন-ফলে আপনাদের কারাক্লেশ-যন্ত্রণা দূরীভূত হইবে,---ইহা বিচার করিয়া কারাগারস্থিত বন্দিগণ কারারক্ষকগণকে অতিশয় অনুনয়-বিনয়পূর্বক ঠাকুরের দর্শনাভিলাষ জানাইলেন। শ্রীহরিদাস ---বন্দিগণের সেইরূপ বিষয় নির্মুক্ত অবস্থাই যে হরিভজনের অনুকূল, তাহা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সর্বস্থানে সর্বাবস্থায় আত্মার স্বাধীনতারূপ কৃষ্ণদাস্যের কর্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ করিলেন।

মুসলমান অধিপতি হরিদাসের হিন্দুধর্ম-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন যে, সকলেরই ঈশ্বর ---এক অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব; তিনি জীব-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া প্রযোজক-কর্তৃরূপে যাহাকে যেরূপ-কার্যে প্রবর্তন করেন, প্রযোজ্য-কর্তৃরূপে জীব তাহাই করিয়া থাকে। মহা-পাপিষ্ঠ কাজীর অনুরোধানুসারে যবনাধিপতি কঠিন শাস্তির ভয়-প্রদর্শন দ্বারা হরিদাসকে স্বধর্ম গ্রহণ করিতে বলায়, হরিদাস বলিলেন যে, তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইলেও ---প্রাণ গত হইলেও, তিনি হরিনামকীর্তনরূপ স্বধর্ম অর্থাৎ জীবমাত্রের আত্মার ধর্ম কখনই কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিবেন না। কাজীর আদেশানুসারে হরিদাসকে বাইশবাজারে দুষ্টগণ অতি নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করিলেও